চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 13 August, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ২৯ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

স্বাধীনতা দিবসের মহড়ায় ষাড়ের তান্ডব

মহিলা সহ আহত দুই পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডের মহড়ায় হঠাৎ ষাড়ের তান্ডবে মহিলা সহ দুই পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। এক পুলিশ কর্মীকে ষাড় রীতিমতো আঁছাড় মেড়েছে। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে এই দৃশ্য তামিলনাড়ুর জাল্লিকাত্তু উৎসবকে মনে করিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ ষাড়ের তান্ডবে পুলিশ কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক চেষ্টার পর ওই ষাড় মাঠের বাইরে বের করা সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই নিরাপত্তা কর্মীরা স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডের মহড়ায় ব্যস্ত রয়েছেন। আজ বিরোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডের মহড়া চলছিল। হঠাৎ একটি ষাড় ওই মাঠে ঢুকে পড়ে। মাঠে ঢুকেই কিছুক্ষন এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রথমে মহিলা পুলিশ কর্মীদের তাড়া করে ওই ষাড়। তাতে অজন্তা ভট্ট এক পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। উন্মত্ত ওই ষাড়কে বাগে আনতে পুলিশ কর্মীরা তাকে ঘিরে ফেলেন। কিন্তু, খেঁপে গিয়ে হঠাৎ এক পুলিশ কর্মীর দিকে ধাওয়া করে ওই ষাড়। পুলিশ কনস্টেবল বিক্রম নাথকে ওই ষাড় মাথায় তুলে আছাড় মারে। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন। তবে, অল্পেতে প্রাণে বেঁচে যান।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনদিনের নবজাতকের কোভিড-১৯ পরীক্ষার পর মৃত্যুর অভিযোগ, আর্তনাদ

আগরতলা, ১২ আগস্ট (হি.স.)।। তিনদিনের নবজাতক শিশুর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার পর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় শিশুর পরিবার জিবি হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তবে জিবি হাসপাতালের সুপার ডা. দেবাশিস রায় সাফ জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ পরীক্ষায় শিশুমৃত্যুর কোনও অভিযোগ তিনি পাননি। এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তর ওই ঘটনায় প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে শিশুর ময়না তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

মৃত শিশুর বাবা ওএনজিসি এলাকার বাসিন্দা দীপ্তনু সাহা বলেন, গত শুক্রবার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী-কে জিবি হাসপাতালে ভরতি করেছিলেন। গত সোমবার তার স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু আজ বুধবার কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার কিছুক্ষণ পর তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, নাকের ভেতর থেকে সোয়াব নেওয়ার পর থেকে রক্ত বের হতে শুরু

ময়না তদন্তের নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরের

হয়। কিছুক্ষণ পর ছেলের নিথর দেহ দিয়ে যান স্বাস্থ্য কর্মী।

তাঁর অভিযোগ, কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার সময় গাফিলতির কারণে তাঁর ছেলে শ্বাস নিতে পারছিল না। সাথে রক্ত বের হওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, হাসপাতালে ভরতির আগে তার স্ত্রী করোনা পজিটিভ ছিলেন। কিন্তু, হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী-র কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। তিনি স্বাস্থ্য কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ পুত্র সন্তানকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওই ঘটনায় দোষী স্বাস্থ্য কর্মীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিন, তিনদিনের পুত্র সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের আর্তনাদে জিবি হাসপাতাল চত্ত্বরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। তবে জিবি হাসপাতালের সুপার ডা. দেবাশিস রায় এমন কোনও অভিযোগ তিনি পাননি বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কোভিড-১৯ পরীক্ষায় শিশুমৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি। স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও তাঁর কাছে জমা পড়েনি।

সঙ্কট কাটেনি

প্রণব মুখার্জির শারীরিকঅবস্থা নিয়ে বাড়ছে চিন্তা

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.)।। শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ছে। এখনও ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। বুধবার সকালে দিল্লির সেনা হাসপাতালের তরফে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এখনও সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছে।

গত সোমবার পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান প্রণববাবু। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লির ক্যান্টনমেন্ট সেনা হাসপাতালে। মস্তিস্কে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে প্রণববাবুর অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসকরা। পাশাপাশি তাঁর করোনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

সেনা হাসপাতাল সূত্রে খবর, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জমাট বাঁধা রক্ত বের করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অস্ত্রোপচারের জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই অস্ত্রোপচারের পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি।

করোনা আক্রান্ত কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.)।। করোনার থাবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আরও এক সদস্যের শরীরে। এবার আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক। বুধবার টুইট করে নিজেই জানিয়েছেন সে কথা। সেইসঙ্গে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, গত কয়েকদিন তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরও করোনা টেস্ট করার।

জানা গিয়েছে, শ্রীপদ নায়েক এদিন করোনা টেস্ট করান। তারপর তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাঁর কোনও উপসর্গ নেই বলে জানিয়েছেন শ্রীপদ নায়েক। শরীরও আপাতত সুস্থ আছে বলেই জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি হাসপাতালে ভরতি না হয়ে বাড়িতেই আইসোলেশনে তিনি থাকবেন বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও আরও দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শরীরে বাসা বাঁধে মারণ করোনা ভাইরাস।

ধর্ষণ মামলা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জেল হাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। কল্যাণপুর থানা এলাকায় এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ধর্ষণের মামলায় জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ওই গৃহশিক্ষকের নাম অজিত দেব। জানা যায় তিনি ইংরেজি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনি দিতেন। প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে এলাকায় তার বেশ সুনাম রয়েছে।মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র-ছাত্রী তার কাছে প্রাইভেট টিউশন এর জন্য আসে। প্রাইভেট টিউশনি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কমছে বুনোহাতির সংখ্যা উদ্বিগ্ন সরকার

আগরতলা, ১২ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বুনোহাতির সংখ্যা ক্রমশ কমছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৪৫ থেকে ৫০টি বুনোহাতি রয়েছে। ২০০৮ সালে সর্বশেষ হাতিশুমারিতে ত্রিপুরায় বুনোহাতি ছিল ৫৯টি। বর্তমানে সংখ্যা কমে যাওয়ায় ভীষণ উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। অবশ্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ফলেও হাতির সংখ্যা কমে গেছে। কারণ, আগে বাংলাদেশ থেকে হাতি সীমান্ত ডিঙিয়ে এপাড়ে ঢুকতে পারত। এখন তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে, হাতির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন ড় ডিকে শর্মা।

ড় শর্মা-র কথায়, ত্রিপুরায় এখন শুধু খোয়াই এবং গোমতি, এই দুই জেলায় বুনোহাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক হাতিশুমারি অনুযায়ী ত্রিপুরায় ৪৫ থেকে ৫০টি বুনোহাতি রয়েছে। তাতে দুই জেলায় ২২ থেকে ২৫টি সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, ২০০২ সালে হাতিশুমারি অনুযায়ী ত্রিপুরায় তখন বুনোহাতির সংখ্যা ছিল ৩৮টি। যা ২০০৮ সালের সমীক্ষায় ত্রিপুরায় বন্য হাতির সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৫৯টি। কিন্তু গত ১২ বছরে রাজ্যে বুনোহাতির সংখ্যা কমেছে।

হাতির সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়ে ড. শর্মার যুক্তি, সীমান্তে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে ফাঁসিতে আত্মঘাতী দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম / আগরতলা, ১২ আগস্ট।। পৃথক স্থানে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন দুই যুবক। সোনামুড়া ও বিশালগড়ে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত দুই যুবকের নাম শুভম পাল ও রাজু নম।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোনামুড়া মতিনগর এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিমাই পাল কর্মসুত্রে আগরতলায় থাকেন এবং তার ছেলে শুভম পাল রাজধানীর এমবিবি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছাত্র হিসেবে খুবই ভালো ছিল শুভম পাল। কিন্তু গতকাল রাতে রাজধানীর বাড়ি থেকে সোনামুড়া নিজ বাড়িতে আসেন তিনি। বাড়িতে এসে নিজ কাকার বাড়িতে রাতের খাবার খেয়ে বন্ধুদের সাথে দেখা করে প্রায় দশটা নাগাদ নিজ ঘরে শুতে যায় শুভম।

কিন্তু আজ সকালে অনেক ডাকাডাকির পরও ঘুম থেকে না

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত ট্যাংক পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছবি -নিজস্ব।

রাজ্যে নতুন করোনা আক্রান্ত ১২১

মৃত্যু আরও ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। রাজ্যে নতুন করে ১২১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ২৪৯৬টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। আজ করোনা আক্রান্ত হয়ে ১ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষ্ঠানে এবং রাজ্যের প্রবেশদ্বারে ১৫৩১টি নমুনা পরীক্ষায় ৮০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের বিজেপি-আইপিএফটি সংঘর্ষ, উত্তেজনা

তৈদু , ১২ আগস্ট (হি.স.)।। আবারো ত্রিপুরায় দুই শরিক দলের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দলত্যাগকে ঘিরে আইপিএফটি সমর্থকরা জোট শরিক বিজেপি কর্মকর্তাদের উপর হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, বাইক ভাঙচুরও হয়েছে। গতকালের ওই ঘটনার রেশ ধরে আজও তৈদু বাজারে দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে দুই দলের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পরবর্তীতে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থানায় গিয়ে সমঝোতা করবেন বলে গোমতির পুলিশ সুপারকে আশ্বস্ত করেছেন।

বুধবার বিজেপি এসটি মোর্চার উপদেষ্টা সদস্য তথা অমরপুর বিএসি চেয়ারম্যান সঞ্জয় জমাতিয়া বলেন, মঙ্গলবার রাতে অম্পি মণ্ডলের তৈদু বাজারে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি কর্মীরা আইপিএফটি-র পার্টি অফিসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের লক্ষ্য করে গালিগালাজ করা হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেননি আইপিএফটি কর্মীরা। তারা মদমত্ত অবস্থায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা করেছে। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আজ সকালে দুই দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।

সঞ্জয়বাবু বলেন, আইপিএফটি-র ভয়ে কয়েকজন বিজেপি কর্মী পার্টি অফিসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ সকালে আইপিএফটি কর্মীরা তাদের লক্ষ্য করে গালাগালি দেন। তাতে, বিজেপি কর্মীরাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। তাঁর দাবি, আজ সকালের সংঘর্ষে দুই দলের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। সাথে আইপিএফটি-র এক কর্মীর বাইক ভাঙচুর হয়েছে।

এদিকে, আজকের ঘটনায় অম্পি থানায় আইপিএফটি মামলা করেছে। সংঘর্ষের খবর পেয়ে গোমতির পুলিশ সুপার লাকি চৌহান ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং উভয় দলের কর্মীদের শান্ত থাকার জন্য বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। তবে, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে এলাকায় শান্তি বিরাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিজেপি এসটি মোর্চার উপদেষ্টা সদস্য বলেন, আজকের ঘটনায় শীর্ষ নেতৃত্বদের ডেকে আলোচনা করা হয়েছে। দুই দল সমঝোতা করতে চাইছে। তাই, থানায় গিয়ে পুলিশের সামনে দুই দলই সমঝোতার আশ্বাস দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুরস্কার

মনোনীত ত্রিপুরার সাব-ইন্সপেক্টর, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১২ আগস্ট (হি.স.)।। তদন্তকার্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুরস্কার পাচ্ছেন ত্রিপুরা পুলিশের আন-আর্মড ব্রাঞ্চ-এর সাব-ইন্সপেক্টর ধ্রুবজ্যোতি দেববর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় এই তথ্য তুলে ধরে ওই পুলিশ আধিকারিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা ছাড়া অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় এবং অসম থেকে একজন করে পুলিশ আধিকারিক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে 'তদন্ত কার্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদক-এ ১২১ জন পুলিশ কর্মীকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভিন্ন অপরাধজনিত ঘটনার তদন্ত কাজে পেশাদারিত্বকে উৎসাহ দিতে এবং তদন্তকারী আধিকারিকদের তদন্ত কাজের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে ২০১৮ সালে এই পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বছর সিবিআই থেকে ১৫ জন, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র পুলিশ থেকে ১০ জন, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ৮ জন, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ৭ জন সহ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আধিকারিকদের পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কৃতদের তালিকায় ২১ জন মহিলা আধিকারিকও রয়েছেন।

কাঞ্চনপুরে 'সদ্ভাবনা' প্রতিষ্ঠায় জেলা সংঘচালক সহ নয় স্বয়ংসেবক আক্রান্ত, গ্রেফতার ২০, জামিনে মুক্ত

আগরতলা, ১২ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাঞ্চনপুরে স্থানীয় স্বয়ংসেবক-রা 'সদ্ভাবনা মঞ্চ' নামের এক গঠন করেছেন। মঙ্গলবার ওই মঞ্চের সদস্যরা কতিপয় দুষ্কৃতীর হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলা সংঘচালক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য সহ নয় (৯) স্বয়ংসেবক হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। সদ্ভাবনা মঞ্চের তরফে 'নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ'-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ এনে কাঞ্চনপুর থানায় এফআইআর করা হয়েছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত ওই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাকে ঘিরে কাঞ্চনপুরে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ তাঁদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। ঘটনার সাথে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ কোনওভাবেই যুক্ত নয় বলে তিনি দাবি করেছেন। এদিন ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হলে তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৭ আগষ্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছে।

ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতির ঐক্যের মেলবন্ধনের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে, বিভেদকামী শক্তির আস্ফালনে রাজ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাও হয়েছে। তবুও, ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতি মিলেমিশে রয়েছেন। কিন্তু মাঝে-মধ্যেই ঐক্যের প্রাচীরে চিড় ধরানোর চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে রিয়াং শরণার্থী ইস্যুতে পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করেছে। তাই শান্তিপ্রিয় ত্রিপুরাবাসী পরিবেশ শান্ত হোক চাইছেন। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় স্বয়ংসেবক-রা মিলে 'সদ্ভাবনা মঞ্চ' গড়েছেন। বাঙালি এবং জনজাতিদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই মঞ্চের আবির্ভাব হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রান্ত প্রচারক তাপস রায়।

তাপস রায় বলেন, কাঞ্চনপুরে বাঙালি এবং জনজাতিদের মধ্যে সদ্ভাবনা প্রতিষ্ঠায় একটি মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছে। মঞ্চের উদ্দেশ্যই হল, রাজ্যে শান্তি বজায় রাখা। কিন্তু গতকাল সদ্ভাবনা মঞ্চের বৈঠকে স্থানীয় নাগরিক মঞ্চের কার্যকর্তারা হামলা করেছেন। তাতে বেশ কয়েকজন আরএসএস কার্যকর্তা আক্রান্ত হয়েছেন। এ-ব্যাপারে কাঞ্চনপুর থানায় মামলা করা হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে সংঘের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যবাহ বিজয় রায় বলেন, সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে বাঙালি এবং জনজাতিদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। তাই সমাজে শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'সদ্ভাবনা মঞ্চ' নামের এক অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে।

তাঁর কথায়, মানুষকে বিভ্রান্ত করে কাঞ্চনপুরে জমি তৈরি করছে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। কিন্তু, সদ্ভাবনা মঞ্চের আত্মপ্রকাশে তাঁদের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। তাই গতকাল আমাদের উপর তারা হামলা করেছে। তিনি বলেন, গতকাল কাঞ্চনপুর মহকুমার তিনটি স্থানে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। কাঞ্চনপুর, দশদা এবং লালজুড়ি এলাকায় কোভিড-১৯-এর সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সে-মোতাবেক কাঞ্চনপুরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, দশদা স্কুলে বৈঠক চলাকালীন ৩০-৪০ জনের একটি দল তাদের উপর হামলা করেছে। তাতে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সংঘচালক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য সহ নয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি জানান, আহতদের প্রথমে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, চিকিৎসকরা তাঁদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বিজয়বাবু বলেন, ওই ঘটনায় কাঞ্চনপুর থানায় ৩০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩০০ ◘ ১৩ আগস্ট
২০২০ইং ◘ ২৮ শ্রাবণ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভ্যাকসিন আবিস্কারে রুশ বিপ্লব

করোনা অতিমারীর কারণে গোটা বিশ্ব যখন ভ্যাকসিন প্রাপ্তির আশায় উন্মুখ তখন রাশিয়া বিপ্লব ঘটাইয়াছে বলিয়া কোন কোন মহল হইতে দাবি করা হইয়াছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা দিয়াছেন এই ভ্যাকসিন মানুষের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্তত ৩৮ জন মানুষের উপর তাহা প্রয়োগ করিয়া যথাযথ ফল পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নিজের কন্যা মারিয়া পুতিনের উপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করিয়াছেন আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যেই। এই ভ্যাকসিনের ব্যাপারে রাশিয়া বিশ্বের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস কতখানি অর্জন করিতে পারিবেন তাহাই আজ বড় কথা। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টিকা আবিস্কারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন ভ্লাডিমির পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট জানাইয়াছেন মঙ্গলবার সকালেই ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশন হইয়া গিয়াছে। রাশিয়াই প্রথম কোভিড ভ্যাকসিন বিশ্বের বাজারে নিয়া আসিতে চলিয়াছে। রাশিয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তত্বাবধানে করোনা ভ্যাকসিন তৈরি করিয়াছে গ্যামেলিয়া রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে ঘোষণা করা হইয়াছে টিকার ট্রায়াল সফল হইয়াছে। মানুষের শরীরে এই ভ্যাকসিন নিরাপদ ও কার্যকরী।

কিন্তু, এই টিকা আবিস্কারের পরেই বিভিন্ন মহল হইতে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। এত কম সময়ের মধ্যে ট্রায়ালে টিকা কিভাবে কার্যকরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে রাশিয়া। এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। অন্যদিকে, গ্যামেলিয়া ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর বলিয়াছেন, অ্যাডেনো ভাইরাসের স্ট্রেন হইতে ভিক্টর ভ্যাকসিন তৈরি হইয়াছে। এই টিকা মানুষের শরীরে ঢুকিলে কোন খারাপ প্রভাব ফেলিবে না। রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী মিখাইল মুরাসকো জানুয়ারী মাস নাগাদ গণ টিকাকরণ শুরু করা যাইবে। টিকা আবিস্কার হইয়াছে ঠিকই কিন্তু খোদ রাশিয়ার সাধারণ মানুষই এখন তাহা নাগালের মধ্যে পাইবেন না। তাহা পাইতে পাইতে আরো অন্তত তিন চার মাস সময় অপেক্ষা করিতে হইবে। এই ভ্যাকসিন শুধু রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রক মান্যতা দিয়াছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যতদিন মান্যতা দিবে না ততদিন এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে ভারত তথা কেন্দ্রীয় সরকার কতখানি আগ্রহ দেখাইবে তাহারও প্রশ্ন আছে। একথা ঠিক, রাশিয়া সর্বপ্রথম এই করোনা ভ্যাকসিন আবিস্কার করিয়া গোটা বিশ্বে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। অনেকেই ইহাকে রুশ বিপ্লবের সাথে তুলনা করিতে চাহিতেছে।

রাশিয়া এমন একটি দেশ যে দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পারদর্শীতার স্বাক্ষর রাখিয়াছে। বার বার রুশ বিপ্লব ঘটিয়াছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্যে রাশিয়া অগ্রগন্যতা পাইয়াছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতেও রাশিয়া গোটা বিশ্বে প্রথম সীরতে আছে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, অন্তত পাঁচ দশক আগে গোটা বিশ্ব যখন গুটি বসন্তের ছোবলে তছনছ হইবার অবস্থা তখন রাশিয়াই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করিয়াছিল। রাশিয়া এবং আমেরিকার যৌথ প্রচেষ্টায় গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন আবিস্কার হইয়াছিল। আজ সেই গুটি বসন্ত মুক্ত পৃথিবী গড়িয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার এই ভ্যাকসিন আবিস্কারকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে খুব গুরুত্ব দিয়া দেখিতে হবে। সুন্দর পৃথিবী আজ তছনছ। তাহাকে বাঁচাইতে ভ্যাকসিন ছাড়া অসম্ভব। সুতরাং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে রাশিয়ার এই আবিস্কারকে যত দ্রুত সম্ভব নানা পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে তাহাকে মান্যতা দেওয়া খুব জরুরি। এখানে কোন ইগোর লড়াই চলিতে পারেন। ভ্যাকসিন আবিস্কার সারা বিশ্বে রুশ বিপ্লবের কথাই মনে করিয়া দেয়।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসবিদ এবং যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের প্রতিষ্ঠাতা চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রয়াত

বাঁকুড়া, ১২ আগস্ট (হি. স.) : পরলোকে মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।বুধবার সকালে তিনি বিষ্ণুপুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগের কারণে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বুধবার সকালে সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও ১ পুত্র এবং বৌমাকে। ছেলে আমেরিকার ওয়ার্ল ব্যাংকে কর্মরত থাকায় পিতার শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে পারেননি। চিত্তরঞ্জনবাবুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তর মৃত্যুতে বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে একটি নক্ষত্র পতন হল। চলমান ইতিহাস খ্যাত চিত্তরঞ্জনবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেপচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের (বিষ্ণুপুর মিউজিয়াম) সদস্য সচিব ছিলেন। এই মিউজিয়াম পুঁথি সংগ্রহর ক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগ্রহশালা। যা সংগ্রহর ক্ষেত্রে বড় অবদান রয়েছে প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তর।

১ জুলাই ১৯২৫ সালে বিষ্ণুপুর শহরের কবিরাজ পাড়ায় তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবন থেকে তিনি নাটক, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখালেখি শুরু করেন। পরে বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই তাঁর ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক। তাঁর গুরু ছিলেন আর এক ইতিহাস গবেষক প্রয়াত মানিকলাল সিংহ। তাঁরা দু'জনে মিলে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে মাইলের পর মাইল হেঁটে প্রাচীন ইতিহাসের নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেন। এছাড়াও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু প্রাচীন মূর্তি সহ ইতিহাসের নানান নিদর্শন সংগ্রহ করেন। যা দিয়ে একসময়ে গড়ে ওঠে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন। পরে এই মিউজিয়ামটি সরকার অধিগ্রহন করলে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত তার সদস্য সচিব পদে নিযুক্ত হন। তিনি রাঢ়বঙ্গের ইতিহাস নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। 'বিষ্ণুপুরের মন্দির ও টেরাকোটা'তাৰ অন্যতম। তাঁর কর্মময় জীবনে তিনি ভরতবর্ষের নানান প্রান্ত থেকে বহু সম্মান এবং পুরষ্কারে ভূষিত হয়ে ছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯৭ সালে মোহলাল গোয়েঙ্কা সেবা পুরষ্কার, ১৯৯৯ সালে পেয়েছেন সোপান পুরস্কার, ২০০৮ সালে সোনারপুর বইমেলা বিশেষ পুরস্কার, ২০১০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার, ২০১১ সালে চারণকবি বৈদ্যনাথ পুরস্কার, ২০১৩ সালে এলাহাবাদ থেকে পান গীতাঞ্জলি শতবর্ষ স্মারক সম্মান। এছাড়াও আরও বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন এই বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক। তাঁর এই মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিষ্ণুপুর মহকুমাশাসক সহ পুরসভার প্রশাসক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শহরের বিশিষ্ঠজনরা।

সংক্রমণ থেকে জনগণকে বাঁচাতে শহরের রাস্তায় মাইকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম ওড়ার জোগাড় সকলের। তবে জনগণকে সচেতন করতে পিছু হটছে না কলকাতা পুলিশ। অদৃশ্য ভাইরাস করোনাকে ভয় না পেয়ে ময়দানে নেমে জনগণকে সচেতন করতে রত পুলিশকর্মীরা। আর তাই বুধবার করোনা সচেতনতায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মাইকিং কলকাতা পুলিশের। সময়ের সাথে সাথে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশ কর্মী। মারা গিয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। আবার বহু আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তবুও কোনোভাবেই করোনাকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় নি তারা। জনগণকে ক্রমাগত সচেতন করছে পুলিশরা। কখনও গান গেয়ে আবার কখনও লিফলেট বিলি করে জনগণকে সচেতন করছে পুলিশ। আর এবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মাইকিং করে শহরবাসীকে করোনা নিয়ে সচেতন কলকাতা পুলিশের তরফে।

ইমরানের বোকামিতে ফের ভেঙে পড়বে পাকিস্তান

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

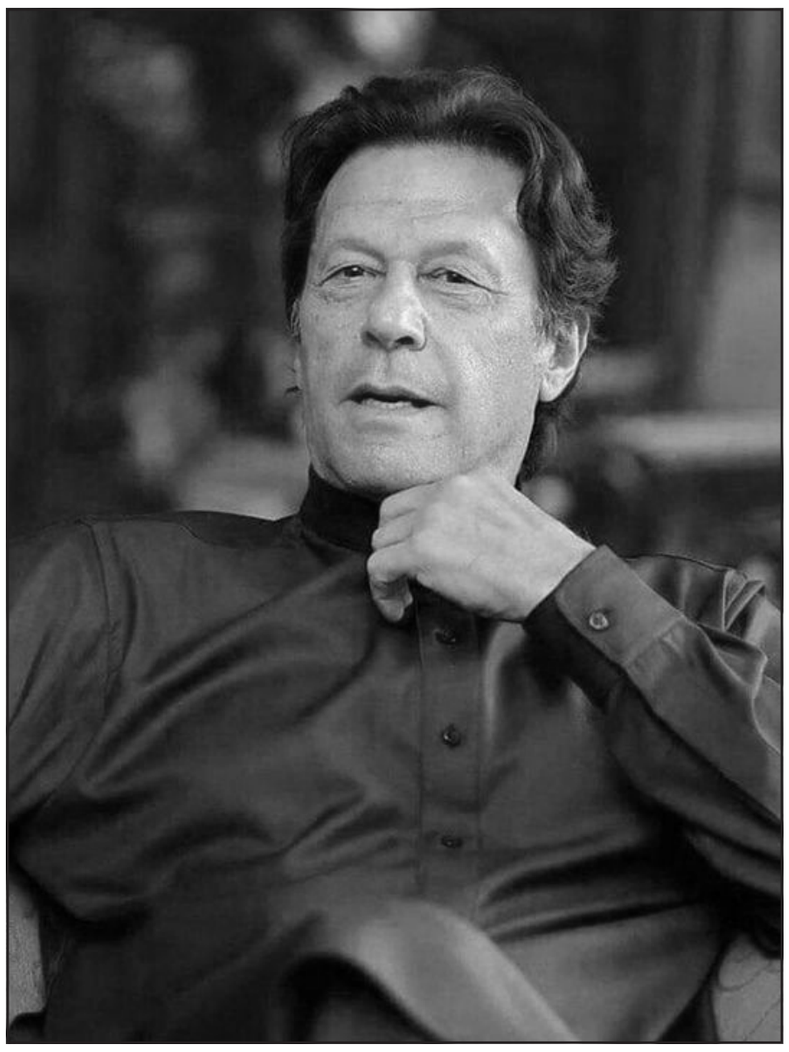

মনে হচ্ছে অন্য কোথাও থেকে উৎসাহ পেয়েছেন ইমরান খান। যখন তাঁর সরকার পাকিস্তানের একটি নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে গুজরাটের জুনাগড় এবং স্যার ক্রিক লাইনকেও পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বর্ননা করেছে। নিজেকে তিনি বারবার বোকা প্রমাণিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তিনি নিজেকে ইতিহাসের ছাত্র বলেন, কিন্তু মনে হচ্ছে ইতিহাসের মূল্যবোধ সম্পর্কে তিনি মোটেও অবগত নন। আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি এটুকুও জানেন যে, ১৯৪৮ সালে জুনাগড়ে জনমত সংগ্রহও হয়েছিল। সেখানকার ৯৯.৯৫ শতাংশ মানুষ ভারতের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এগিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে জেনে রাখা দরকার, জুনাগড় আসলে কী? জুনাগড় গুজরাটের গিরনার পর্বতের অদূরে অবস্থিত। এখানে প্রাক-হরপ্পা যুগের স্থলের খননও হয়েছিল। নবম শতাব্দীতে এই শহরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গিরনার যাওয়ার পথে গাঢ় রঙের পাথর রয়েছে, সেখান তিনটি রাজবংশের প্রতিনিধিত্বমূলক শিলাখন্ড খোদাই করা রয়েছে। মৌর্য শাসক অশোক (২৬০-২৩৮৮ খ্রিস্টপূর্ব), রুদ্রদমন (১৫০ খ্রিস্টাব্দ) এবং স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭)। এখানে ১০০-৭০০ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত গুহা-সহ একটি স্তুপও রয়েছে। জুনাগড় শহরের সন্নিকটে অবস্থিত কিছু মন্দির ও মসজিদও দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস উদ্ঘাটিত করে। এখানে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বৌদ্ধ গুহা, পাথরে খোদাই করা সম্রাট অশোকের আদেশপত্র এবং গিরনার পাহাড়ের চূড়ায় কোথাও কোথাও জৈন মন্দির রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত্রদের দুর্গ ছিল জুনাগড়। কিন্তু, ১৪৭২ সালে গুজরাটের মেহমুদ বেগড়া দখল করে নিয়েছিলেন, যিনি নাম দিয়েছিলেন মুস্তাফাবাদ এবং একটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন, যা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

জুনাগড় ও ভুট্টো বংশ

সর্বশেষ ইতিহাসের দিকে ফিরে আসা যাক। পাকিস্তানের দু'জন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং বেনজির ভুট্টোর সঙ্গে জুনাগড়ের সম্পর্ক রয়েছে। ভুট্টোর পিতা স্যার শাহনওয়াজ ভুট্টো দেশভাগের প্রাক্কালে জুনাগড় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি গুজরাটের নবাব মুহম্মদ মহাবত খানজির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জুলফিকার আলি আহমেদ ভুট্টোর মা হিন্দু ছিলেন। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মীবাই। পরে হয়ে গিয়েছিল খুরশিদ বেগম। প্রতিষ্ঠিত রাজপুত পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। বিয়ের আগেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি। অনেকেই বলেন, শাহনওয়াজ এবং লক্ষ্মীবাইয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা হয়েছিল জুনাগড়ের নবাবের দুর্গে। ভুজ থেকে সেখানে এসেছিলেন লক্ষ্মীবাই। ১৯৪৭ সালের ৩০ মে থেকে ১৯৪৭ সালের ৮ নভেম্বর পর্যন্ত শাহনওয়াজ জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বাবা জয়রাজ সিং জাদেজা রাজকোটের পেনেলি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন জুনাগড় কীভাবে ভুট্টোর বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আসলে দেশভাগের পর, জুনাগড়ের নবাব মুহম্মদ মহাবত খানজিকে ভারত সরকার বারবার ভারত সঙ্ঘের অংশ হিসেবে থেকে যাওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু, তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। ভারত সরকারকে তিনি হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। বলে দেওয়া যাক, জুনাগড়ের তিন-দিকের সীমারেখা ভারতের সঙ্গে যুক্ত এবং চতুর্থ-দিক সমুদ্র। তা সত্ত্বেও জুনাগড়ের নবাব চেয়েছিলেন সমুদ্রপথে পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাক জুনাগড়। মহম্মদ আলি জিন্নাহ সম্মতিও দিয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর একীভূত হওয়ার চিঠিতে জুনাগড়ের সম্বন্ধে হস্তাক্ষর হয়েছিল। ভারত সরকারের সচিব বি পি মেনন নবাবকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য বলেছিলেন, যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে হওয়া চুক্তি বাতিল হয়। নবাব তা মানেননি। এরপর ভারত জুনাগড়ের সঙ্গে সমস্ত সীমানা বন্ধ করে দিয়েছিল। পণ্য পরিবহন, ডাক সামগ্রীর চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে দেখে, নবাব ও তাঁর পরিবার জুনাগড় ছেড়ে দেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৫ অক্টোবর সমুদ্রপথে করাচিতে পালিয়ে যান। তখন জুনাগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুট্টো, যিনি জুলফিকার আলি ভুট্টোর বাবা এবং বেনজির ভুট্টোর দাদু ছিলেন, তিনি পাকিস্তানের চলে যাওয়া নবাবকে চিঠি লিখেছিলেন। জবাবি টেলিগ্রামে, ভুট্টোকে নবাব এই অধিকার দিয়েছিলেন, যে মুসলিমদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তিনি। ভুট্টো তখন ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নেন।

ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জুনাগড় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, জুনাগড়ের নাগরিকদের স্বার্থে নিজ হাতেই ক্ষমতা রাখবে ভারত। তাই ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনমত সংগ্রহের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেই জনমত সংগ্রহতে ৯৯ শতাংশের বেশি মানুষ ভারতে থাকার পক্ষে নিজেদের মত দিয়েছিলেন। এরপরই জুনাগড় পুরোপুরি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিণত হয়েছিল। কথিত আছে, জুনাগড়ের নবাবের শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। এরপর ভারত এবং জুনাগড়কে স্মরণ করতে করতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এটাই জুনাগড়ের শেষ ইতিহাস। অর্থাৎ জুনাগড় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখন আচমকাই ইমরান খান বোকার মতো বলছেন, জুনাগড় পাকিস্তানের।

তাহলে ফের ভেঙে পড়বে পাকিস্তান

কথায় আছে, যাঁরা কাচের ঘরে থাকেন, তাঁরা অন্যের ঘরে পাথর নিক্ষেপ করেন না। জম্মু ও কাশ্মীর, লেহ-লাদাখ এবং গুজরাটের জুনাগড় ও স্যার ক্রিক লাইনকে পাকিস্তানের অঙ্গ হিসেবে বর্ননা করেছেন ইমরান খান। ভালো হবে উনি যদি আগে বালুচিস্তানকে নিজেদের দেশ থেকে পৃথক হওয়া থেকে রক্ষা করেন। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। ইমরান খান সমস্ত বিষয়ে অবগত। বিগত কয়েক বছর ধরে চলা আন্দোলন এখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠেছে। আন্দোলনের সূত্রপাত-স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, সেখানে চিন যে বিনিয়োগ করছে সেই বিনিয়োগের আসল উদ্দেশ্য হল চিনকে উপকৃত করা। বালুচিস্তানে নিষিদ্ধ সংগঠন হুমকি দিয়েছে, চিন-সহ অন্যান্য দেশ যেন তাঁদের অর্থ অপচয় না করে, বালুচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটতে দেওয়া হবে না অন্যান্য দেশকে। বালুচিস্তানে কাজ করা চিনা ইঞ্জিনিয়ারদের উপর হামলা চালাচ্ছে ওই সংগঠন। বালুচিস্তানে জনগণের মতে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেভাবে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল, সেভাবেই বালুচিস্তান পৃথক দেশে উন্নীত হবে।

যেনতেন প্রকারেণ পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাইছে বালুচিস্তানের জনগণ। পাকিস্তানের পশ্চিমী প্রদেশ হল বালুচিস্তান, রাজধানী কোয়েটা। প্রতিবেশী দেশ হল ইরান ও আফগানিস্তান। ১৯৪৪ সালে বালুচিস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, ১৯৪৭ সালে জোরপূর্বক বালুচিস্তানকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তখন থেকেই বালুচিস্তানে জনগন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, একইভাবে পাক সেনা ও বালুচ সরকার মানুষের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভারতের কিছু অংশ নিজেদের দখলে নিতে গিয়ে নিজেদের দেশকেই ভেঙে ফেলবেন ইমরান খান।

জম্মু ও কাশ্মীর, নতুন যুগের দিকে এগিয়ে চলেছে

অশোক ট্যান্ডন

ভারতীয় জন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা (বিজেপি-পূর্ব সংগঠন) ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি অহিংস আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং এই আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের অনুমতি নিয়ে কাশ্মীরে প্রবেশের আদেশ অস্বীকার করে ১৯৫৩ সালের ১০ মে ড় মুখার্জি গ্রেপ্তার হন। "এক দেশে দুই বিধান, দুটি প্রধান এবং দুটি প্রতীক চলবে না" এই স্লোগান তিনি উত্থাপন করেছিলেন। এই সময়ে, তাঁর কোনও ধারণা ছিল না যে ভারতীয় জনতা পার্টির দ্বিতীয় প্রজন্মের দুই নেতা গুজরাট থেকে দলের নেতৃত্ব দেবেন, কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করবেন এবং তার লক্ষ্য পূরণ করবেন।

০৫ আগস্ট ২০১৯, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধা পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটায় এবং কাশ্মীরকে পুরোপুরি ভারতের সাথে সংযুক্ত করেছিল। রাষ্ট্রপতির যুগান্তকারী আদেশে তৈরি নতুন আইন অনুসারে, জম্মু ও কাশ্মীরের যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তা বিলুপ্ত করা হয় এবং জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখকে রাজ্য পুনর্গঠন আইন (২০১৯) এর মাধ্যমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তর করা হয়। তবে গত এক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। যার মধ্যে সীমান্তের সুরক্ষা, কাশ্মীর নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে পারস্পরিক ইতিবাচক আলোচনা বজায় রাখা এবং তার অবস্থান উপস্থাপন করা। একই সময়ে দেশের ভেতরে রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়া। তবুও, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল উভয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়ন, শান্তি পুনরুদ্ধার, সামাজিক উন্নতি এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন তৈরি করা।

বিপথগামী যুবকদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তাদেরও এই ঐতিহাসিক যাত্রার অংশ হওয়া উচিত এবং আমাদের সঙ্গে একটি দুর্দান্ত কাজে যোগ দেওয়া উচিত। এই আবেদন মাটিতে দর্শনীয় ফলাফল দেখায়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (বর্তমানে অস্থায়ী ব্যবস্থা) হওয়ার পর থেকে সরাসরি কেন্দ্রের অধীনে চলে আসে। মোদী সরকার পুরো অঞ্চলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা শুরু করে এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং স্বচ্ছ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে। টিম মোদী আধুনিক পরিকাঠামোগত সুবিধাসমূহ এবং দ্রুত সামাজিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা সহ বিশেষ করে মাঝারি ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরির জন্য একীভূত পদ্ধতি অবলম্বন করে চলেছেন।

কাশ্মীর নিয়ে বহু বই লিখেছেন বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান গবেষক ও লেখক ক্রিস্টোফার স্নেডেনের মতে, , পর্যটন শিল্প হচ্ছে কাশ্মীরের অর্থনীতির লাইফ লাইন। বুনিয়াদি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে কাশ্মীরের আর্থিক হাল অনেকটাই উন্নত হয়েছে। এমনকি রপ্তানি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রক এনএইচএআই এবং এনএইচআইডিসিএল-এর মতো

সংস্থাগুলিকে বিআরও (সীমান্ত সড়ক সংস্থা) এবং রাজ্য পিডাব্লুডির সাথে সংযুক্ত করে একাধিক প্রকল্পের কাজ করছে, যা আগামী দিনে রেশমকৃমি চাষ, ঠান্ডা পানিতে মাছ ধরা, ছুতার কাজ করতে সক্ষম হবে, জাফরান উতাদন, হস্তশিল্প ও উদ্যানচর্চায় জড়িত স্টার্টআপগুলিকে প্রচার করেছে এবং এটি প্রত্যাশার চেয়ে সন্তোষজনক বলে মনে করেছে। তবে যখন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন অঞ্চলের সমস্ত পরিকল্পনা, বিশেষত সড়ক ও টানেলের পরিকল্পনা শেষ হবে, তখন জম্মু ও কাশ্মীরের দৃশ্য বদলে যাবে।

কাশ্মীর

হবে। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রীনগর-জম্মু-লখনপুর মহাসড়ক, কাজীগুন্ড-বনহাল সুড়ঙ্গ এবং শ্রীনগর রিং রোড।

জম্মু

এই সুন্দর শহরটি একসময় জম্বুপুরা নামে পরিচিত ছিল। এটি রাজা জম্বু লোচনের রাজধানী ছিল। রাজা জাম্বু লোচনের ভাই বাহু লোচন রাবি নদীর তীরে বহু কেল্লা তৈরি করেছিলেন। জম্মু এখন রেল ও সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যুক্ত হচ্ছে। জম্মু রিং রোড এখানে ধর্মীয় পর্যটন প্রচারে কেবল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি, কাঠ, দুধ এবং বাসমতী চাল, কার্পেট এবং ইলেকট্রনিক সামগ্রীর উতাদনকারী এবং ব্যবসায়ীরাও এতে উপকৃত হচ্ছেন।

লাদাখ

লাদাখকে লাডওভাগ মানে উঁচু টিলার জমি নামে পরিচিত। কিন্তু এর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম। কাশ্মীর উপত্যকার শাসকগোষ্ঠী বরাবরই লাদাখের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করে এসেছে। লাদাখকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে পরিণত করার মোদী সরকারের সিদ্ধান্তটি এখানে শান্তিপ্রিয় মানুষদের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত সরবরাহ করছে, আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা অপসারণ এবং বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ তৈরি করছে। লাদাখ এই সময়ে পরিকাঠামোগত অভূতপূর্ব বৃদ্ধি লক্ষ্য করে চলেছে। কৌশলগত গুরুত্ব এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাতীয় হাইওয়ে নির্মিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রচারের কারণে লাদাখের বিকাশ লাভ করেছে। কেন্দ্রের সরাসরি সহায়তার কারণে, এখানে কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা গেছে। লাদাখের উদ্যান ও নগদ ফসলের কৃষকরা ভাল সেচ পেয়েছে এবং তাদের উতাদনশীলতা বেড়েছে এবং আয় বাড়ছে।

শেষে, এ কথাটি পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত হবে যে, ধারা ৩৭০ ধারা সরিয়ে এবং জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গঠনের ফলে, এই তিনটি অঞ্চলের সিদ্ধান্তে জনস্বার্থে যোগদানের জন্য একটি আনন্দদায়ক অনুভূতি তৈরি হয়েছে। এটা গর্বের বিষয় যে জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকরা এখন সুরক্ষা বাহিনী বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগদানের জন্য আরও আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করছে। শিক্ষা ও খেলাধুলায় তাদের অংশগ্রহণও বাড়ছে।

এখন লোকেরা অসামাজিক উপাদানগুলি নির্মূল করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসছে এবং যেসকল রাজনীতিবিদরা যুব সমাজকে বিপথগামী করে নিজেদের দিনযাপন করছিল তাদের মুখোশ খসে পড়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার

(লেখক বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং প্রসার ভারতী বোর্ডের সদস্য)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় এআইএপএফ'র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অসমের ১৭ লক্ষ দরিদ্র পরিবার প্রতি মাসের ১ তারিখ পাবেন সরকারি ৮৩০ টাকা করে : অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : অসমের ১৭ লক্ষ পরিবার প্রতি মাসের ১ তারিখ পাবেন ৮৩০ টাকা। অরুণোদয় প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে বুধবার জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।
সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রীর দাবি, অসম সরকারের অরুণোদয় প্রকল্প একক এবং অনন্য। এখন থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারবর্গের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে প্রদান করা হবে ৮৩০ টাকা করে অর্থ সাহায্য। আগামী ২ অক্টোবর থেকে নতুন এই প্রকল্পের সূচনা হবে, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি জানান, আগামী ১৭ আগস্ট থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যাবে। মন্ত্রীর ব্যাখ্যা, একটি পরিবারকে প্রতি মাসে চিনি কেনার জন্য ৮০ টাকা, ডাল কিনতে ২০০ টাকা এবং পরিবারের প্রৌঢ় ব্যক্তির জন্য ফলমূল ক্রয় করার জন্য দেওয়া হবে ১৫০ টাকা করে।
অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন পরিবারের মহিলা সদস্য, পুরুষ নয়। দু লক্ষের কম ভোটার রয়েছেন এমন বিধানসভা এলাকার ১৫ হাজার পরিবার লাভ করবেন অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা। ২ দুই লক্ষের বেশি ভোটা সংবলিত বিধানসভা এলাকায় ১৭ হাজার পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। তিনি জানান, এর জন্য ২,৮০০ হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। মোট কথা, রাজ্যের ১৭ লক্ষে পরিবার পাবেন অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা, জানান অর্থমন্ত্রী ড় শর্মা।

আমফানের ক্ষতিপূরণ চেয়ে লম্বা আবেদন তালিকা

কলকাতা, ১২আগস্ট (হি. স.): নবান্নে আমফানের ত্রাণের তালিকা দেখে চোখ কপালে উঠলো আধিকারিকদের। আমফানের ত্রাণ নিয়ে প্রথম থেকেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেদিকে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে দ্বিতীয়বার যারা আম্পানি ক্ষতিপূরণ পাননি তাদেরকে আবেদনের সুযোগ দিয়েছিল রাজ্য। সেই মোতাবেক চলতি মাসের ৬ ও ৭ তারিখ জেলাশাসকের অফিসে ৬ টি জেলা থেকে জমা পড়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার আবেদন। এই ছয়টি জেলার মধ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনা।
রাজ্য সরকারের তরফে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য ২০ হাজার টাকা ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য ৫০০০ টাকা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল রাজ্য। এর পরেই হুড়োহুড়ি করে আবেদনের পাহাড় জমতে শুরু করেছিল। তখন প্রায় ২২ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল। ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার আবেদন যোগ্য বিবেচিত হয়। ইতিমধ্যে ১৪ লক্ষ ৮২ হাজার ক্ষতিগ্রস্তের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে। এজন্য খরচ হয়েছে রাজ্যের ১ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা। যদিও অভিযোগ উঠেছিল ক্ষতিপূরণ দেওয়াতেও স্বজন পোষণ করছে শাসক দল। প্রয়োজন নেই এমন অনেকেই ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন। এদিকে যাদের সত্যিই বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছে তাদের অনেকেরই নাম নেই আবেদনের তালিকায়।
এরপরে নিজেদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ধরে রাখতে দ্বিতীয়বার ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন জানানোর কথা জানায় রাজ্য সরকার। এই আবেদন জানানোর পরেই ছয়টি জেলা থেকে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। এরমধ্যে সবথেকে বেশি আবেদন করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে। সেখান থেকে আবেদন এসছে ২ লক্ষ ৭ হাজার। এরপরই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আবেদন জমা পড়েছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার। তিন নম্বরে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। ১ লাখ ১৭ হাজার আবেদন জমা পড়েছে এই জেলা থেকে। যদিও এই আবেদন গুলির মধ্যে ঝাড়াই বাছাই পর্ব চলবে। বিভিন্ন জেলাশাসকের দফতর, এসডিও অফিস ও মিউনিসিপ্যালিটির অফিস সহজ স্থানীয় প্রশাসনিক ভবনে ১৪ আগস্ট টাঙিয়ে দেওয়া হবে সেই তালিকা। এরপর কারা ক্ষতিপূরণ পাবেন তার একটি চূড়ান্ত তালিকা ১৯ অগাস্ট "এগিয়ে বাংলা" ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

২০ আগস্ট কংগ্রেস ছাড়ছেন যুবনেতা দুলু আহমদ, বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : কংগ্রেসের দুঁদে যুবনেতা দুলু আহমদ দল ছাড়ছেন। খুব সম্ভব তিনি বিজেপিতে যোগদান করবেন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আগামী ২০ আগস্টের মধ্যে দল ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছেন কংগ্রেসের যুবনেতা দুলু আহমদ। তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।
ফেসবুকে দুলু আহমদ পোস্টে করে স্পষ্ট জানান, কিছু সংখ্যক শীর্ষ কংগ্রেস নেতার কাজকর্মে তিনি প্রবল অসন্তুষ্ট। তাই আগামী ২০ আগস্ট পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দলীয় কার্যসূচির পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করবেন। দুলু আহমদের এই ঘোষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দোল ও দলীয় নেতাদের চরম অন্তর্ঘাতের বিষয়। ফেসবুকের অপর এক পোস্টে দুলু আহমদ বিধানসভায় কংগ্রেস দলপতির তীব্র সমালোচনা করেছেন।
এছাড়া, সামাগুড়ির বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তাঁর এককালের অতি ঘনিষ্ঠ রকিবুল হুসেনের সঙ্গে দুলু আহমদের দীর্ঘদিনের সংঘাত ছিল বলে জানা গেছে। দলীয় নেতৃববর্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করার জন্য এর আগে কংগ্রেস থেকে কিছুদিনের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন দুলু আহমদ। অন্য এক সূত্রের খবর, দুলু আহমদ অতি শিগগির বিজেপিতে যোগদান করে গেরুয়া বসন পরবেন। যদিও দুলু আহমদ নিজের মুখে এই কথা স্বীকার করেননি।

করোনা ভাইরাসের শিকার অসমের ডিজিপি-পত্নী স্বর্ণালীও

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাস হামলা করেছে অসম পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্তের পত্নীর দেহে। পত্নী স্বপ্নালী মহন্তকে ইতিমধ্যে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অসমের ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। সোমবার তাঁর অ্যান্টিজেন টেস্ট করে পজিটিভ রিপোর্ট আসে। রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের নির্দেশে তিনি গৃহ একান্তবাসে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকেও গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডিজিপি মহন্তের সামান্য জ্বর ও কাশির উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে সোমবার তাঁর রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়। তাঁর গাড়ি চালকের দেহেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশে সদর দফতরের মোট ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে বিভাগীয় তথ্যে প্রকাশ। তথ্য বলছে, তাঁদের মধ্যে অবশ্য অধিকাংশ আরোগ্য লাভ করেছেন।

কোচবিহারে করোনা সংক্রামিত আরও ২৩, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৩১৪

কোচবিহার, ১২ আগস্ট (হি. স.) : নতুন করে কোচবিহার জেলায় আরও ২৩ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব মিলল। এখনও পর্যন্ত জেলায় ১৩১৪ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে। তার মধ্যে ১০০৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।
বুধবার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্রামিতদের মধ্যে ১৪ জনই রয়েছেন কোচবিহার মহকুমার বাসিন্দা। বাকিদের মধ্যে ৮ জন তুফানগঞ্জ ও একজন দিনহাটার বাসিন্দা। কোচবিহার জেলায় কিছুতেই করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। প্রতিদিনই বহু সংখ্যক মানুষের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে জেলায় অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৩০৮ জন। কনটেনমেন্ট জোন রয়েছে ১৯৬টি। তবে সেই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

এটিসি-র অধীনস্থ লঙ্গাই চা বাগান ম্যানেজারের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে শ্রমিকদের অবস্থান-ধরনা

পাথারকান্দি (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) রাজ্য সরকারের অধীনস্থ আসাম টি কর্পোরেশন (এটিসি)-এর অন্যতম লঙ্গাই চা বাগানের ম্যানেজার প্রদীপ গগৈয়ের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার শতাধিক শ্রমিক অবস্থান ধরনা সাব্যস্ত করেছেন। শ্রমিকরা মনে করেন, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ম্যানেজার প্রদীপ সাহবকে বদলি আদেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাগানে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে ম্যানেজারকে বদলি করা হয়েছে বলে খবর পেয়ে খেদ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালও।
করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লঙ্গাই চা বাগানে বছর দুয়েক আগে এসে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন প্রদীপ গগৈ। তিনি বাগানের সার্বিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করছেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্য আচরণে সংশ্লিষ্ট সকলেই তাঁর ওপর অত্যন্ত সুখি। কিন্তু আচমকা কর্মনিষ্ঠ ম্যানেজারকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর পেয়ে আজ চা শ্রমিকরা বাগানের কার্যালয় চত্বরে জমায়েত হয়ে বিভাগীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। অবিলম্বে এই অনৈতিক বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বাগান পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আসাম টি কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে একটি স্মারকপত্রও ফ্যাক্সযোগে পাঠানো হয়েছে।
আজ সকাল দশটা নাগাদ আসাম টি কর্পোরেশনের অধীনস্থ লঙ্গাই চা বাগানের অধীনস্থ লঙ্গাই, আদমটিলা, লালখিরা ও চাঁদখিরা, এই চারটি ফাঁড়ি বাগানের প্রায় দু-শতাধিক শ্রমিক কর্মচারী ও বাগান পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এক অবস্থান ধরনা কর্মসূচি পালন করা হয়। অবস্থানস্থলে আদমটিলা ফাঁড়ি বাগানের পঞ্চায়েত সভাপতি রামেশ্বর চালিহা বলেন, বাগান ম্যানেজার প্রদীপ গগৈ বিগত বছর দুয়েক থেকে বাগান ও বাগান শ্রমিকদের বৃহত্তর স্বার্থে নিরলস ভাবে কাজ করে যাওয়ার ফলে বাগানটি আজকের দিনে বহুগুণে উন্নতি লাভ করেছে। তাঁর মতো এক দক্ষ ম্যানেজারকে হঠাৎ করে বদলির আদেশ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর নেপথ্যে অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। তিনি বলেন, প্রদীপ সাহেবকে বদলির এই আদেশের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্রও থাকতে পারে।
আদমটিলা ফাঁড়ি বাগানের পঞ্চায়েত ছয়ের পাতায়

কাছাড়ে গড়ে প্রতিদিন ১৫০-২০০ জন করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছেন, উদ্বেগ

শিলচর (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : ক্রমশ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে কাছাড় জেলার করোনা পরিস্থিতি। প্রতিদিন গড়ে ১৫০ থেকে ২০০ জন করে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ছে। আজ বুধবার এই খবর লেখা পর্যন্ত ১৮৭ জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে জানানো হয়েছে এই সংখ্যা রাত পর্যন্ত আরও বাড়তে পারে। কারণ এখনও অনেক টেস্টের রিপোর্ট আসেনি।
এখন পর্যন্ত কাছাড় জেলায় কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে ৩,২৯২টি। এর মধ্যে পুরুষ ২,৫০৪ এবং মহিলা ৭৮৮ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন মোট ১,৯০৩ জন। সক্রিয় কোভিড আক্রান্ত রয়েছেন ১,৩৮০ জন। ১১ আগস্ট ৯৬ জন পুরুষ এবং ৫৪ মহিলা মিলে ১৫০ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়েছিল। জেলায় এখন পর্যন্ত ৯ জন মারা গেছেন।
এদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অবস্থাও বেশ সুবিধাজনক নয়। কারণ আক্রান্ত রোগীতে প্রায় সব শয্যা পরিপূর্ণ। মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনই আইসিইউতে ভরতি ছিলেন। এদের মধ্যে একজন নমিতা দে (৫৩)। তিনি গত ৩০ জুলাই মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হয়েছিলেন। অপরজন আমড়াঘাটের হিমাংশু দে (৭০)। যদিও এই দুজনকে নিয়ে কাছাড় জেলায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ১১-তে। কিন্তু জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে এখন পর্যন্ত জানানো হয়েছ ৯ জন মারা গেছেন বলে।

জাগিরোডে সড়ক দুর্ঘটনায় হত পুলিশ অফিসার

জাগিরোড (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার জাগিরোডে সংঘটিত এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক পুলিশ অফিসারের। নিহতকে বকো থানার ওসি রত্নেশ্বর দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বুধবার সকালে জাগিরোডের জাতীয় সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছেন পুলিশ অফিসার রত্নেশ্বর দাস। একটি ছোট গাড়িতে করে নগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে। রত্নেশ্বরের গাড়িটি দুরন্ত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যায়। খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় জাগিরোড পুলিশ। তাঁরা ফলে গাড়ির ভিতরেই তাঁর দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতর থেকে জখম রক্তাক্ত রত্নেশ্বর দাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে তাঁকে অনেকক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। এর পর মৃতদেহটি নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ওসি রত্নেশ্বর দাসের মৃত্যু সংবাদে বকো এলাকায় শোক বিরাজ করছে। জানা গেছে, গাড়িতে তিনি একা ছিলেন। তিনিই ড্রাইভ করছিলেন তাঁর গাড়ি।

কাছাড়ের পশ্চিম সোনাইয়ে কৃষিজমিতে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

সোনাই (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাই বিধানসভা এলাকার পশ্চিম সোনাইয়ের সৈদপুর তৃতীয় খণ্ড বড়বন্দে রাস্তার পাশে ক্ষেতের জমিতে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
গত ৪ আগস্ট রাতে পাঁচ মাসের শিশুসন্তান ধ্রুবজ্যোতি নাথকে অপহরণ করে মেরে মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। তার কয়েকদিন দিন পরেই সোনাই এলাকায় আরেক রক্তাক্ত এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
টনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার সাতসকালে কাটাগাছতলা-ফকিরটিলা গ্রামীণ পূর্ত সড়কের পাশে ধান ক্ষেতে উপুর হয়ে পড়েছিল জনৈক যুবকের মৃতদেহ। স্থানীয় কৃষকরা প্রথমে দেখেন মৃতদেহটি। দ্রুত ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয়ে লোকসমাগম। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন স্থানীয় পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তালিশি চালিয়ে পুলিশ মৃতের পকেট থেকে উদ্ধার করে তাঁর ভোটার আইডি কার্ড। সে অনুযায়ী শনাক্ত করা হয় মৃত যুবকের নাম ও ঠিকানা। তাঁর নাম বিজু নাথ এবং তিনি দুধপাতিল পঞ্চম খণ্ডের বাসিন্দা। মৃত যুবকের কান দিয়ে তাজা রক্ত বেরোচ্ছিল। দুধপাতিলের বাসিন্দা এই যুবকের মৃতদেহ বড়বন্দে কী করে পৌঁছল এ নিয়ে জোর চর্চা চলছে।
এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক অবস্থায় খুনের ঘটনা ধারণা করা হলেও তদন্ত ছাড়া এখনই কিছু বলতে চাইছে না পুলিশ। যেহেতু রাতে সান্ধ্যআইন জারি হয়েছে। এর মধ্যে কী করে দুষ্কৃতকারীরা এ ধরনের কাণ্ড ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, এই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার মানুষ।

স্বাধীনতা দিবসে উকাপা পরিষদের সিইএম দেবোলালের জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিরোধিতা

হাফলং (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : আসন্ন ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবসে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে বিরোধিতায় সরব হলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের প্রাক্তন সিইএম দেবজিৎ থাওসেন ও পরিষদের অন্য আরেক প্রাক্তন সিইএম তথা প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার।
ডিমা হাসাও জেলায় সরকারি মূল অনুষ্ঠানে প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তলোন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএমই করে আসছিলেন।
কিন্তু উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন সিইএম তথা কংগ্রেস নেতা পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসার হত্যায় অভিযুক্ত বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে ১২১/১২১(এ) আইপিসির অধীনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা মামলা চলছে। রাজ্যের গৃহবিভাগ দেবোলালের বিরদ্ধে মামলা চালিয়ে যেতে প্রশিকিউশন সেংশনও দিয়েছে। এমতাবস্থায় স্বাধীনতা দিবসে দেবোলাল গারলোসার পতাকা উত্তোলনের বিরোধিতা করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন দুই সিইএম দেবজিৎ থাওসেন ও সমরজিৎ হাফলংবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন।
বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দেবজিৎ থাওসেন স্বাধীনতা দিবসে সিইএম দেবোলাল গারলোসার পতাকা উত্তোলনের বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করেন।

আন্তর্জাতিক যুব দিবসে অভিনন্দন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি. স.)- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে যুব সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, যে কোন রাষ্ট্রের সবথেকে বড় শক্তি এবং সম্পত্তি হচ্ছে তার যুবসমাজ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কৌশলগত শক্তিতে ভরপুর ভারতে যুব শক্তি হিসেবে গোটা বিশ্বে বিকশিত হয়ে চলেছে। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, কুশলী এবং উৎসাহী যুব সমাজ নিজের লক্ষ্যে অনবদ্য সুযোগ তৈরি করার শক্তি ধরে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার নিজের একাধিক পদক্ষেপ যেরকম স্কিলড ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং এনইপি অভূতপূর্ব সম্ভাবনা তৈরি করেছে। নতুন ভারতের যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেখেছেন তা বাস্তবায়ন করবে এই সকল যুবক যুবতীরা।

তদন্ত প্রক্রিয়া উৎকৃষ্ট তার পরিচয় দেওয়ার জন্য ১২১ পুলিশকে বিশেষ সম্মাননা

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি. স.): ২০২০ সালে তদন্ত প্রক্রিয়ায় উৎকৃষ্টতার পরিচয় দেওয়ার জন্য গোটা দেশের মধ্যে ১২১ জন পুলিশকর্মীকে "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদক" দিয়ে সম্মানিত করা হল। ২০১৮ সালে অপরাধমূলক মামলার তদন্তে উৎকৃষ্টতার পরিচয় প্রদানকারী পুলিশকর্মীদের এই পদক দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িত থাকা রহস্যের কিনারা করতে যে সকল পুলিশ কর্মী উৎকৃষ্ট মানের তদন্ত করেছে তাদেরকে এই পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। এবারের পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে ১৫ জন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর আধিকারিক। মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ পুলিশের ১০ জন করে আধিকারিক। উত্তর প্রদেশ পুলিশের আট পুলিশকর্মী। সাতজন করে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কর্মী।পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ২১ জন মহিলা পুলিশ কর্মী রয়েছে।

৬ বেড়ে জার্মানিতে করোনায় মৃত্যু ৯,২০৭ জনের, সংক্রমিত ২১৮,৫১৯

বার্লিন, ১২ আগস্ট (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বেড়েই চলেছে সংক্রমিত ও মৃত্যুর সংখ্যা। শেষ ২৪ ঘন্টায় (১১ আগস্ট সারাদিনে) জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন মাত্র ৬ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১,২২৬ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ২১৮,৫১৯ জন এবং মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৯,২০৭ জনের।
মঙ্গলবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,২২৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৯,২০৭ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ২১৮,৫১৯ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২৭৪ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১০৩,০২৬

রিও ডি জেনেইরো, ১২ আগস্ট (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে আতঙ্ক ক্রমশই বাড়ছে ব্রাজিলে। দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বাড়তে বাড়তে স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতে পর্যন্ত ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১০৩,০২৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১০৯,৬৩০ জন।
ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,২৭৪ জনের, ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ১০৩,০২৬ জনের। নতুন করে ৫২,১৬০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,১০৯,৬৩০-তে পৌঁছেছে।

বিশ্বে করোনা-আক্রান্ত ২০.৩৪ মিলিয়নের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ৭৪১,০৯৭

ওয়াশিংটন, ১২ আগস্ট (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু-মিছিল চলছেই, আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বুধবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ০৯৭-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত হয়েছেন ২০.৩৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ। ১২ আগস্ট সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২০.৩৪ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৭৪১,০৯৭। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫,১৪১,২০৭, ব্রাজিলে ৩,০৫৭,৪৭০, ভারতে ২,৩২৯,৬৩৮, রাশিয়ায় সংক্রমিত ৮৯৫,৬৯১ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্ত ৫৬৬,১০২ জন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

‘বড় ভাই’ হবে ছোট্ট তৈমুর

হঠাৎ করেই অনলাইনে ভেসে উঠল বলিউড তারকা সাইফ আলী খানের একটা বার্তা। ‘আপনাদের সঙ্গে এই দুর্দান্ত খবরটি শেয়ার করতে পেরে আমরা দারুণ আনন্দিত। আমাদের পরিবার আরেকটু বড় হতে চলেছে। আপনাদের অবিরাম ভালোবাসা আর শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা।’ সাইফ এই বার্তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন কারিনার গর্ভাবস্থার একটি ছবি। মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উঠান ভেসে যাচ্ছে ভক্ত আর সহকর্মীদের অভিনন্দনবার্তায়।কয়েক মাস হলো ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলেছেন কারিনা। সেখানে নিজের ছবির পাশাপাশি নিয়মিত সাইফ আলী খান আর তৈমুরের ছবিও পোস্ট করেন। তবে সব সময় নিজের মুখের ছবি প্রকাশ করেছেন কারিনা।তাই হঠাৎ করেই কারিনার গর্ভাবস্থার ছবিটি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।ভক্তদের উচ্ছ্বাস দেখে কারিনার চাচা রণধীর কাপুর লিখেছেন, ‘দুটি সন্তান মিলে আরও সুখী পরিবার হয়। পরিবারে ভারসাম্য আসে। দুটো বাচ্চা থাকলে দুজন দুজনকে সময় দিতে পারে।’২০১২ সালে সাইফ-করিনার বিয়ে হয়। ভক্তরা ভালোবেসে এই জুটির নাম দেন ‘সাইফিনা’। এর আগে আরেক বলিউড তারকা অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে ১৩ বছরের দাম্পত্য জীবন রয়েছে সাইফের। সেখানে সারা আলী খান ও ইব্রাহীম আলী খান নামে দুই সন্তান রয়েছে। আর ৩৯ বছর বয়সী কারিনা দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে চলেছেন। আর ৪৯ বছর বয়সে চতুর্থবারের মতো বাবা হতে চলেছেন সাইফ আলী খান। এর আগে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে জন্ম হয় তৈমুরের। এবার বড় ভাই হবে ছোট্ট তৈমুর।আজ ১২ আগস্ট ২৫তম জন্মদিন পালন করছেন সারা আলী খান। সারাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে মা হতে যাওয়া কারিনা লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিবস সুন্দরী। অনেক অনেক পিৎজা খাও।’ অন্যদিকে সাইফ আলী খানের বোন সোহা আলী খান কারিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছে, ‘সব সময় যেমন সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান থাকো, এখনো তেমনই থাকো। সবার সুস্বাস্থ্য আর মঙ্গল কামনা করছি। কী মজা, আমি আবারও ফুফু হতে চলেছি!’

করণের স্ত্রীকে খুঁজে বের করবেন বিপাশা

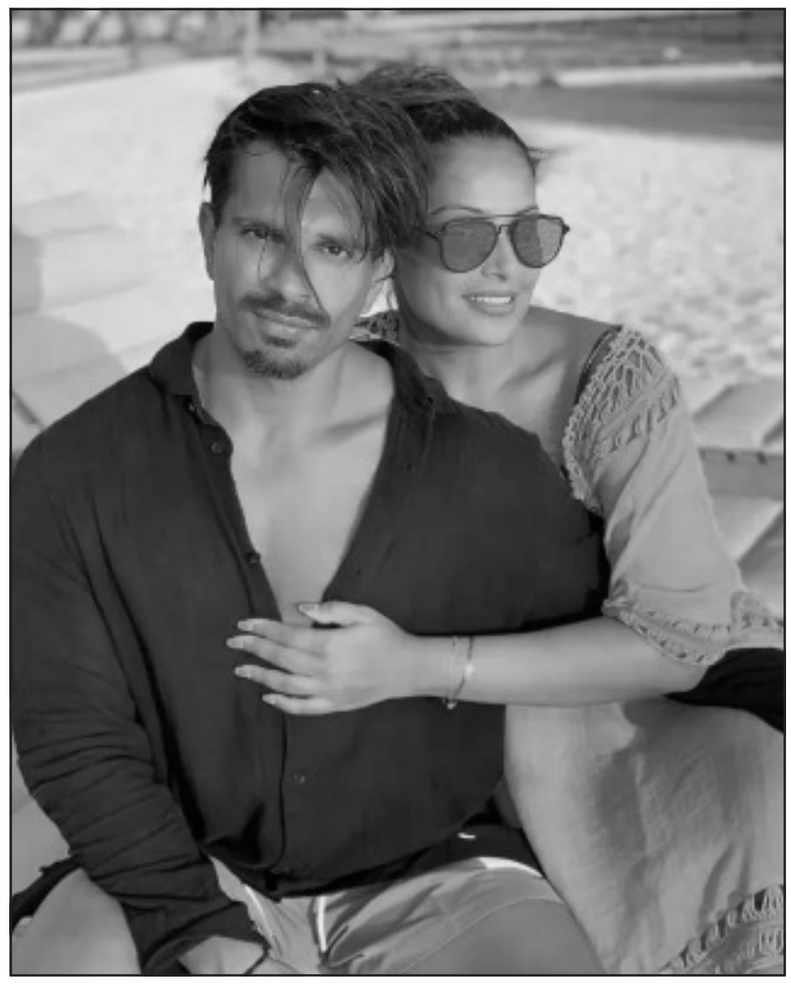

দীর্ঘদিন পর্দা থেকে দূরে আছেন বলিউডের বাঙালি অভিনেত্রী বিপাশা বসু। স্বামী করণ সিং গ্রোভারের হাত ধরে আবার পর্দায় ফিরতে চলেছেন তিনি। বলিউডের এই রোমান্টিক দম্পতিকে দেখা যাবে থ্রিলারধর্মী ওয়েব সিরিজ ‘ডেঞ্জারাস’—এ। বিপাশা এই সিরিজে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন।নিজের আসন্ন ওয়েব সিরিজ নিয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত বিপাশা। তার ওপর জীবনসঙ্গী করণের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। এই ওয়েব সিরিজ প্রসঙ্গে বিপাশা বলেন, ‘থ্রিলারধর্মী কাজ করতে আমি দারুণ পছন্দ করি। এর মধ্যে ড্রামা, অ্যাকশন, আবেগ, প্রেম, ভয় সবকিছু থাকে।থ্রিলার একজন অভিনয়শিল্পীর জন্য একদম পারফেক্ট ক্যানভাস। থ্রিলারে একজন ব্যক্তির জীবনের সব ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত করা সম্ভব হয়। তাই আমাকে সব সময় এই ধরনের প্রজেক্ট আকর্ষণ করে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, দর্শকও রোমাঞ্চকর ছবি বা সিরিজ দেখতে পছন্দ করেন। কারণ, এই ধরনের ছবি বা সিরিজ দেখতে দেখতে আপনিও অজান্তে এই জগতের একজন হয়ে ওঠেন। আপনিও এর রহস্যের পর্দা ফাঁস করতে লেগে পড়েন। একজন অভিনেত্রী হিসেবে আমি অন্যান্য ঘরানায় অভিনয় করতেও পছন্দ করি।

তবে দর্শক আর অভিনেত্রীদুই দিক থেকেই আমার সব সময় রহস্য-রোমাঞ্চ সবচেয়ে বেশি পছন্দ। আর “ডেঞ্জারাস” সিরিজটি আমার জন্য একটু বিশেষ।’কেন বিশেষ, সেই কারণও বলেছেন বিপাশা। কারণটি বিপাশার জীবনসঙ্গী করণ।

করণের সঙ্গে আবার কাজের সুযোগ পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত বিপাশা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি আরও খুশি যে করণের সঙ্গে আমি আবার কাজের সুযোগ পেয়েছি। আর বিক্রম ভাট, ভূষণ প্যাটেল ও মিকা সিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আনন্দ লাগছে।’যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ‘ডেঞ্জারাস’—এর একটা বড় অংশের শুটিং করেছেন বিপাশা বসু ও করণ সিং গ্রোভার দম্পতি।

সিনেমায় করণ তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন।

অন্যদিকে বিপাশাকে দেখা যাবে পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দার ভূমিকায়। বিপাশার দায়িত্ব পড়েছে করণের স্ত্রীকে খুঁজে বের করার।

‘ডেঞ্জারাস’ সিরিজটির প্রযোজক ও লেখক বিক্রম ভাট। মিকা সিংও এই সিরিজের অন্যতম প্রযোজক।

সিরিজটি পরিচালনা করেছেন ভূষণ প্যাটেল। ১৪ আগস্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ম্যাক্স প্লেয়ারে ‘ডেঞ্জারাস’ মুক্তি পেতে চলেছে।

সঞ্জয় লড়বেন ফোর্থ স্টেজের ক্যানসারে সঙ্গে

এক জীবনে কত উত্থান—পতন মানুষটার! ১৯৮১ সালের ৩ মে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন সঞ্জয়ের মা নার্গিস। আর ব্রেন টিউমারের কারণে হারাতে হয়েছিল প্রথম স্ত্রী রিচা শর্মাকে। মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ে সংঘটিত ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণে জড়িত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অস্ত্র রাখার অপরাধে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। কখনো জেলের ভেতরে তো কখনো বাইরে; এভাবেই জীবন কাটছে বলিউডের অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের। মুক্ত হয়ে বেশ কাটছিল জীবন—সংসার। তবে সেখানেও নেমে এসেছে ঝড়। বলিউডে ক্রমাগত খারাপ খবরের তালিকায় যুক্ত হলো সঞ্জয়ের নাম। জানা গেল, মরণব্যাধি ক্যানসারে ভুগছেন সঞ্জয় দত্ত। তা—ও আবার প্রাথমিক পর্যায়ে নয়। ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়েছে স্টেজ ফোরে!

শ্বাসকষ্ট ও বুকে যন্ত্রণা নিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৬১ বছর বয়সী এই অভিনেতা। সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। অনুরাগীরা প্রিয় নায়ক সুস্থ হয়ে উঠেছেন ভেবে যখন স্বস্তিতে ছিলেন, ঠিক তখনই এই দুঃসংবাদ হু হু করে উদ্বেগ ছড়ায়। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিজের অবস্থান জানালেন, নিলেন সাময়িক ছুটি। জানিয়ে দিলেন বিরতির পর আবার ফিরবেন। লিখেছেন, ‘চিকিৎসার কারণে কাজ থেকে ছোট্ট অবসর নিচ্ছি। পরিবার ও বন্ধুরা আমার পাশে আছেন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে আবেদন জানাচ্ছি যে আমার জন্য দুশ্চিন্তা বা অযথা চিন্তা করবেন না। আপনাদের ভালোবাসা ও শুভকামনায় শিগগিরি ফিরে আসব।’

রাতে খবরটি প্রকাশ পায়। প্রথমে বলিউডের চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষক ও সমালোচক কমল নেহতা মঙ্গলবার রাত ১০টা ৪৮ মিনিটে টুইটারে জানান, ‘সঞ্জয় দত্ত ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত। আসুন, তাঁর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য প্রার্থনা করি।’ পরে অভিনেতা শেখর সুমনের ছেলে অধ্যয়ন সুমনও টুইট করে সঞ্জয় দত্তের ক্যানসারের খবর জানান। তাঁর আরোগ্য কামনাও করেন অধ্যয়ন। মধ্যরাতে আগুন লাগার মতোই খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। ভারত থেকে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যম ফিল্মফেয়ার, হিন্দুস্তান টাইমস, মুম্বাই লাইভ, বলিউড হাঙ্গামা একাধিক সূত্র অনুসারে প্রকাশ করেছে, সঞ্জয় দত্ত ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছেন। লীলাবতী হাসপাতালের নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা জানান, গত শনিবার সঞ্জয়ের কোভিড টেস্ট নেগেটিভ আসার পরও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এরপর ক্যানসার পরীক্ষা করা হয়। তখনই ফুসফুসের ক্যানসার ধরা পড়ে। তবে সঞ্জয়ের চিকিতক জালিল পারকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

মঙ্গলবার প্রায় মধ্যরাতে এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই উদ্বিগ্ন সঞ্জয় দত্ত ভক্তরা।

ভারত এমনকি বাংলাদেশেও অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সঞ্জয়ের ছবি দিয়ে দ্রুত সেরে ওঠার মন্তব্য দেন। এর মধ্যেই বুধবার দুপুরে স্ত্রী মান্নতা দত্ত সঞ্জয় দত্তের অসুস্থতা নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, এটা গোটা পরিবারের জন্য একটা কঠিন সময়। তবে তিনি নিশ্চিত এই সময়টাও কেটে যাবে। তিনি লিখেছেন, ‘যাঁরা সঞ্জয়ের আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করছেন এবং শুভকামনা জানিয়েছেন, আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই কঠিন সময়টা পার করতে আপনাদের সবার শক্তি ও প্রার্থনা আমাদের খুব প্রয়োজন। গত কয়েক বছরে আমাদের পরিবার অনেক খারাপ সময় দেখেছে, পার করেছে। আমি নিশ্চিত এই সময়টাও কেটে যাবে।’মান্নতা সঞ্জয় দত্তের ভক্তদের অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন, ‘আমি সঞ্জুর ফ্যানদের বলতে চাই। দয়া করে কোনো ভুয়া খবরে কান দেবেন না।

তবে আমাদের জন্য ভালোবাসা, উষ্ণতা ও সমর্থন চালিয়ে যান। সঞ্জু বরাবর একজন যোদ্ধা। সৃষ্টিকর্তা আমাদের আবারও পরীক্ষায় ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই চ্যালেঞ্জটা পার করতেই হবে।’সম্প্রতি ৬১ বছরে পা দিয়েছেন এই অভিনেতা। ২৯ জুলাই ঘরোয়াভাবেই তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়। জন্মদিনের দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সঞ্জয় দত্ত তাঁর পরিবারের ছবি পোস্ট করেন। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের আসন্ন ছবি ‘কে জি এফ চ্যাপ্টার-টু’—এর ফার্স লুক পোস্টার শেয়ার করেন এই অভিনেতা। এই ছবিতে খলনায়ক অধীরার চরিত্রে দেখা দেবেন তিনি।

মধ্যরাতে আহত নায়িকা, মাথা থেকে ঝরল রক্ত

বাথরুমে পা পিছলে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন চিত্রনায়িকা পূজা চেরি। এই আঘাতে মাথায় মারাত্মক জখম হয়েছ বলে জানালেন পূজার মা ঝর্ণা রায়। গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে নায়িকার বাসায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।ঝর্ণা রায় জানান, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বের হওয়ার সময় পা পিছলে পড়ে যায় পূজা। চিৎকার শুনে বাসার সবাই ছুটে যাই। দেখলাম, পূজা মেঝেতে পড়ে আছে। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। তারপর ধরে রুমে নিয়ে আসি।প্রথম আলোকে ঝর্ণা রায় বলেন, ‘বাথরুমে গিয়ে পূজার মাথা থেকে রক্ত ঝরছে দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। রক্ত পড়া কোনোভাবে বন্ধ হচ্ছিল না। করোনাকাল আর বেশি রাত হয়ে যাওয়াতে তখন হাসপাতালে নিতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পূজার পুরো অবস্থা জেনে চিকিৎসক কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন। রাতে এনে সেগুলো খাওয়ানো হয়।’পূজার মা জানান, মাথায় আঘাত পাওয়ার পর মনে হচ্ছিল সেলাই লাগবে। ভেবেছিলাম সকালে হাসপাতালে যাব। পরে ক্ষত স্থান দেখে চিকিৎসক বলেছেন, সেলাই না হলেও চলবে। ক্ষত স্থান ফুলে আছে। পূজাকে বেশ কিছুদিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক।সম্প্রতি পূজা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুদান পাওয়া চলচ্চিত্র ‘হৃদিতা’য়।

কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের লেখা গল্পের এই ছবিতে পূজার বিপরীতে অভিনয় করবেন এ বি এম সুমন। ছবিটি পরিচালনা করবেন ইস্পাহানি আরিফ জাহান। এই চরিত্র নিয়েই পূজা বেশ কিছুদিন ধরে ব্যস্ত। চরিত্রটি রপ্ত করতে বারবার তিনি

জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রিয়াঙ্কা

নাম আনফিনিশড, কিন্তু সেটাই ফিনিশড করে ছাড়লেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তাঁর নিজের স্মৃতিকথাগুলো বইয়ের মোড়কে আসছে অবশেষে। আর তা তিনি জানান দিলেন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করে। সেখানে দেখা গেল প্রিয়াঙ্কার হাসির ছবি। তাতে লেখা ‘আনফিনিশড বাই প্রিয়াঙ্কা চোপড়া’।এটাই বইয়ের প্রচ্ছদ কি না, তা অবশ্য নিশ্চিত নয়। ছবিটির সঙ্গে একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাসও দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি লিখেছেন, ‘অসম্পূর্ণ এবার সম্পূর্ণ হলো। মাত্র চূড়ান্ত কপি পাঠালাম। ওয়াও! আপনাদের সঙ্গে এটি শেয়ার না করে পারলাম না। স্মৃতিকথার প্রতিটি শব্দ আমার আত্মদর্শন এবং আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি।’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছেন‘আসছে’, ‘আনফিনিশড’।দুই বছর আগে এই স্মৃতিকথা লেখা নিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন তিনি। তখন জানা যায়, নিজের জীবনকে এবার ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করতেই স্মৃতিকথা লেখার তোড়জোড়। তারপর অনেক সময় পেরিয়েছে। লকডাউনের দীর্ঘ বন্ধ কাজে লাগিয়ে এবার শেষ করে ফেললেন কাজ।প্রিয়াঙ্কার মতে, বইটির লক্ষ্য একজন নারীকে বিশাল স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করা। একজন অভিনেতার বেশ কিছু গল্প ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে সাজানো হয়েছে এই স্মৃতিকথা। বইটি প্রকাশ করছে ভারতের পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস। প্রিয়াঙ্কা বইটির ব্যাপারে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘বইটি একেবারে সৎ, মজার, আধ্যাত্মিক, দৃঢ় ও প্রতিবাদী, ঠিক যেমনটি আমি। আমি সব সময়ই একজন ব্যক্তিগত মানুষ। আমি কখনোই আমার জীবনের এসব গল্প বলিনি। কিন্তু এবার বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।’প্রিয়াঙ্কা ইনস্টাগ্রামে দেওয়া দীর্ঘ স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘আমি সব সময়ই একটি বই লিখতে চেয়েছি। কিন্তু সময় ঠিকঠাক ধরা দেয়নি। আমি সব সময়ই ধৈর্যকে প্রাধান্য দিয়েছি। কারণ, আমি তখনো প্রস্তুত ছিলাম না। আমি অনেক কিছু করতে চেয়েছি, অনেক বেশি বাঁচতে চেয়েছি, অনেক বেশি অর্জন করতে চেয়েছি স্মৃতিকথা লেখার আগে, যা সব সময়ই ব্যক্তিগত রাখার চেষ্টা করেছি।’প্রিয়াঙ্কা তাঁর জীবনের নতুন এই অধ্যায় নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত। শেষে তিনি লিখেছেন, ‘যদি আমি পারি, তাহলে যে কেউ পারবে।’ তাঁর এই শেষ কথা দিয়েই বোঝা যায়, জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার নানা চড়াই—উতরাইয়ের গল্পই হয়তো ধরা দিয়েছে তাঁর এই স্মৃতিকথায়।

বুধবার আগরতলায় এসএফআই'র উদ্যোগে শহিদ দান দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১২।। বাংলাদেশ সরকার খুব শিগগিরই দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম।

বুধবার রাজধানীর উত্তরা কমিউনিটি সেন্টারে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে কোরবানি পশুর বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকাসহ সব সিটি কর্পোরেশন এবং ছোট বড় শহরে এমনকি গ্রামগঞ্জ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলার পর এসব ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে প্লান্টের মাধ্যমে বার্ন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এজন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে পশু-পাখির মৃতদেহসহ ময়লা আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মৃত পশু-পাখির দেহের অংশ ছড়িয়ে ও ছিটিয়ে থাকায় একদিকে যেমন এগুলো পচে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হয় অন্যদিকে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষিত হয়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য তিকর। এজন্য সচেতন নাগরিক হয়ে যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে পরিচ্ছন্ন নগরী তথা দেশ গড়তে হবে। তিনি আরো বলেন, পরিচ্ছন্নকর্মীরাও মানুষ, তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিকতা, সম্মান এবং দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরও উন্নত জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্ন পূরণের অধিকার আছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। সবাই উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ পাবে।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সারা জীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন। সব মানুষ দেশের নাগরিক। মানুষ যাতে তাদের মৌলিক অধিকার পায় এই বিষয়টাকে বঙ্গবন্ধু আন্তরিকভাবে অনুধাবন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর অনুধাবন থেকে শিা নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল পরিচ্ছন্নকর্মী থেকে শুরু করে খেটে খাওয়া মানুষদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানি পশুর বর্জ্য দ্রুত অপসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় পরিচ্ছন্নকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ এবং খাবারের আয়োজন করায় উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, এটি খুবই ভালো এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

যারা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে তাদের প্রতি সবার দায়িত্ব রয়েছে। পরে মো. তাজুল ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিজে খাবার পরিবেশন করেন এবং তাদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সব ধর্মের মিলিত রক্তস্রোতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১২।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরে ত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে এক অনন্য উদাহরণ। মঙ্গলবার রাজধানীর মিন্টু রোডে মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ সভাপতি বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরোর নেতৃত্বে একটি বৌদ্ধ প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য স্যাাতে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভিু সুনন্দ প্রিয়, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী, রাঙ্গুনিয়া ফলহারিয়ার ভদন্ত শরনংকর থেরো, বাংলাদেশ বুদ্ধ ঐক্য পরিষদ সভাপতি রূপম বড়ুয়া, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের আইন সচিব প্রদীপ বড়ুয়া, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত সম্প্রদায়ের সাম্য ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রচিত হয়েছে। এই দেশে সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আন্তঃধর্ম সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও কেউ যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায়, সেটিও কঠোরভাবে দমন করা হবে। সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে যেভাবে বাংলাদেশ রচিত হয়েছে, সবাই সম্মিলিতভাবে হাতে হাত রেখে কাজ করে আমরা দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে চাই, দীপ্ত কণ্ঠে বলেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।

এর পরপরই রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী পূজামন্ডপে জন্মাষ্টমী উপলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ। এ সময় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সন্তোষ শর্মা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেবের সভাপতিত্বে বক্তারা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান ও বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ দেশে ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার।

হাতি-মানুষের সংঘাত দূর করার সংকল্প নিয়ে বিশ্ব হস্তী দিবস উদযাপিত কাজিরঙায়

কাজিরঙা (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : হাতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাত দূর করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুধবার ১২ আগস্ট বিশ্ব হস্তী দিবস উদযাপিত হয়েছে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই দিবস উদযাপনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ১২ আগস্ট বিশ্ব হস্তী দিবস উদযাপনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ। এর কারণ, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডারের বিচরণ ভূমি হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কাজিরঙা বর্তমানে বাঘের পাশাপাশি ৩,২৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে কাজিরঙা কারবি আংলং এলিফ্যান্ট রিজার্ভ হিসেবে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে এই উদ্যান।

এছাড়া কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের সুরক্ষার ক্ষেত্রে হাতি অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতীয় স্তরের এই পার্কে ৬০টির বেশি হাতির বিশাল বাহিনী সুরক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বছরে প্রায় পাঁচটি হাতি শিশুর জন্ম হয়ে থাকে কাজিরঙা জাতীয় পার্কে। এর মধ্যে কহরা বনাঞ্চলে জন্ম হয়েছে আরও তিনটির।

কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের অধিকর্তা পি শিবকুমার প্রদত্ত তথ্য মতে, ভারতবর্ষের মোট হাতির সংখ্যার মধ্যে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ হাতি রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। এই তথ্য অনুযায়ী কেবলমামাত্র কাজিরঙাতেই ৯৮৭টি রয়েছে হাতি।

চীনের ট্রায়াল, টিকা কেনার বিষয়ে বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত আগামী সপ্তাহে

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১২।। বাংলাদেশে চীনের টিকার ট্রায়াল ও টিকা কেনার বিষয়ে আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

বুধবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ কথা জানান।

অনলাইনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকের শেষ দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মিটিং সেট করা হয়েছে। সেই মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে চীনকে বাংলাদেশে তাদের ভ্যাকসিন ট্রায়াল করতে দেয়া হবে কিনা। এ বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হলে চীন বাংলাদেশে কতো মানুষের ওপর ট্রায়াল করবে, েএত্র চীন আমাদের কতো টাকা দেবে, ট্রায়াল হলে চীন কী শর্তে ভ্যাকসিন দেবে- সেসব নিয়ে সিদ্ধান্তের পর চীনকে ট্রায়াল করতে দেয়া হবে।

তিনি বলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছে তা বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করার জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে এবং অ্যাডভান্স নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মর্ডানাসহ অন্য ভ্যাকসিন উদ্ভাবক কোম্পানিগুলোর সঙ্গেও বিভিন্ন দেশ চুক্তি করছে এবং অ্যাডভান্স দিচ্ছে। যারা আগে থেকে অ্যাডভান্স করে রাখছে, তাদের আগে টিকা সরবরাহ করবে কোম্পানিগুলো। আমরাও এসব কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করা কিংবা অ্যাডভান্স দেয়ার বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা টিকা উদ্ভাবক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থাটির ল্য হলো শুরুতে বিভিন্ন দেশের ৩ শতাংশ মানুষকে টিকা সরবরাহ করা এবং আগামী মার্চে তারা ২০ শতাংশ মানুষের জন্য টিকা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তান এখন কেন এত আগ্রহী ?

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১২।। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যে পাকিস্তান বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতিবাদে ২০১৬ সালে তাদের পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাব পাস করেছে, তারা কেন বাংলাদেশের নৈকট্যের জন্য এখন এত বেশি উদগ্রীব?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গত ২২ জুলাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরানের খানের টেলিফোন এবং তাদের মধ্যে ২০ মিনিটের আলাপ এই মুহূর্তে দণি এশিয়ার আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির একটি অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

বিশেষ করে গত পাঁচ বছর যাবত বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক এতটাই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিলো, আর এর বিপরীতে দেশটির চিরশত্রু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছে যে ইমরান খান ও শেখ হাসিনার মধ্যকার ফোনালাপ অনেকের মনেই বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এক বিশেষ প্রতিবেদনে এসব বিষয়ে আলোকপাত করেছে বিদেশী গণমাধ্যম। পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ দৈনিক দ্য নেশন তাদের এক প্রতিবেদনে ইমরান খান ও শেখ হাসিনার টেলিফোন আলাপকে "ডন অব আ নিউ এরা" অর্থাৎ পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কে "নতুন দিগন্তের সূচনা" হিসাবে বর্ণনা করেছে। প্রভাবশালী এই পত্রিকাটি বলছে, বাংলাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্য পাকিস্তানের এখন সম্ভাব্য সবকিছু করা উচিৎ। তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যে পাকিস্তান বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতিবাদে ২০১৬ সালে তাদের পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাব পর্যন্ত পাস করেছে, তারা কেন বাংলাদেশের নৈকট্যের জন্য এখন এত বেশি উদগ্রীব? আর যে আওয়ামী লীগ সরকার গত প্রায় দুই বছর ধরে ঢাকায় পাকিস্তানের একজন হাইকমিশনারের নিয়োগ ঝুলিয়ে রেখেছিল, তারা ভারত মনঃুন্ন হতে পারে জেনেও বুধবারের ওই ফোনালাপে কেনইবা সায় দিলো?পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও পাঞ্জাব প্রদেশের সাবেক অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী হাসান আসকারি রিজভি বলেন, ইমরান খান ২০১৮ সালে মতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে সেই বার্তা তিনি শেখ হাসিনাকে দিয়েছেন কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাতে সাড়া দেননি। এখন মনে হচ্ছে শেখ হাসিনা হয়ত মত বদলেছেন। তিনি বলেন, ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছে যে পাকিস্তান দণি এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে।পাকিস্তানের এক্সপ্রেস ট্রিবিউন পত্রিকার কামরান ইউসুফ লিখছেন - ইমরান খান ও শেখ হাসিনার মধ্যে ফোনালাপ অনেকের কাছে হঠাৎ মনে হলেও "নীরব কূটনীতির" মধ্য দিয়ে এর প্রস্তুতি চলছে গত কয়েকমাস ধরে।

প্রায় ২০ মাস ঢাকায় পাকিস্তানের একজন নতুন হাই কমিশনারের নিয়োগের অনুমোদন ঝুলিয়ে রাখার গত নভেম্বরে বাংলাদেশ সরকার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকীর নিয়োগ অনুমোদন করে। এরপর জানুয়ারিতে ঢাকায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রদূত সিদ্দিকী ঢাকা ও ইসলামাবাদের সম্পর্কে তিক্ততা দূর করার চেষ্টা শুরু করেন। পহেলা জুলাই ঢাকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেনের সাথে এক বৈঠক করেন। পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রিবিউন বলছে, ওই বৈঠকের পর থেকে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সরাসরি কথা বলার সিদ্ধান্ত হয়।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পর্যবেকরা মনে করছেন, ভারতে নতুন নাগরিকত্ব আইন নিয়ে মোদী সরকারের সাথে শেখ হাসিনা সরকারের সম্পর্কে একটা সঙ্কট তৈরি হয়েছে। একারণে পাকিস্তান মনে করছে বাংলাদেশকে কাছে আনার চেষ্টার জন্য এটা একটি সুযোগ। হাসান আসকারি রিজভি বলছেন, ভারতে নতুন নাগরিকত্ব আইন ও আসামে এনআরসির কারণে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক চাপে পড়েছে। তিনি বলেন,আসামে যে কয়েক লাখ মানুষ নাগরিকত্ব হারিয়েছে, ভারত বলছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ এটা ভালোভাবে নেয়নি। ভারতে পরিস্থিতির কারণেই খুব সম্ভবত ইমরান খান সরকারের মধ্যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ হয়তো এখন কথা বলতে রাজি হতে পারে। তবে, দি নেশন তাদের এক উপ-সম্পাদকীয়তে লিখেছে, আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির চরিত্র যেভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে তাতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে উভয় দেশই কাছাকাছি আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে। দি নেশনের মতে, চীন ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এশিয়ায় জোটবদ্ধ রাজনীতি-অর্থনীতির প্রধান ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন এই বাস্তবতা থেকে লাভবান হতে পারে। তবে, ১৯৭১ এর গণহত্যা নিয়ে পাকিস্তানের মা চাওয়া বা সম্পদের বাটোয়ারার মত যেসব ইস্যু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের মূলে রয়েছে সেসব নিয়ে পাকিস্তান কতটা নমনীয় হতে পারে?

এপ্রসঙ্গে হাসান আসকারি রিজভি বলেন,পাকিস্তান এই মুহূর্তে নতুন করে ১৯৭১ এর খাতা খুলতে আগ্রহী হবে না। পাকিস্তান যেটা বলতে চায় তা হলো অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে চলুন সামনের দিকে এগোই। তার মতে, ইতিহাসের বাস্তবতায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্কে জটিলতা দূর করা সহজ নয়। ইমরান খান ও শেখ হাসিনার মধ্যে টেলিফোন আলাপ সম্পর্কের নতুন দিগন্তের সূচনা নয়। তবে অবশ্যই একটি "ইতিবাচক অগ্রগতি"।

খালেদার নেতৃত্বে মানুষ হারানো অধিকার ফিরে পাবে: রিজভী

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১২।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এ দেশের মানুষ তাদের হারানো অধিকার আবারও ফিরে পাবে বলে মন্তব্য করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার (১২ আগস্ট) আরাফাত রহমান কোকোর ৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলে বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হকের উদ্যোগে মিরপুরে মোহাম্মদীয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানায় খাবার বিতরণের পর এ কথা বলেন তিনি। এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস সহ স্থানীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটি মাদরাসা ও এতিমখানায় খাবার বিতরণ করেন আমিনুল হক।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বালু ভর্তি ট্রাক দিয়ে বাড়িতে বন্দী করে রাখার বীভৎস দৃশ্য তার কনিষ্ঠপুত্র আরাফাত রহমান কোকো সহ্য করতে পারেননি উল্লেখ করে রিজভী বলেন, আরাফাত রহমান কোকো আমাদের মাঝ থেকে অনেক দুঃসময়ে চলে গেছেন। যখন তার মাকে বালু ভর্তি ট্রাক দিয়ে বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বীভৎস পরিস্থিতি তিনি সহ্য করতে পারেননি। তিনি দেশের বাইরে মালয়েশিয়ায় ছিলেন। সেখানে বসে তিনি এসব দেখে এতটা ব্যথিত হয়েছিলেন যে, পৃথিবীর মাঝে আর বেঁচে থাকতে পারেননি।

রিজভী বলেন, এ দেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও এ দেশের চারবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠপুত্র আরাফাত রহমান কোকোর আজ ৫১তম জন্মবার্ষিকী। তার জন্মবর্ষ উপলে আজকে এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ করার এই আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আরাফাত রহমান একজন ক্রীড়া সংগঠক ও সামাজিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যখন তার পরিবারের ওপর জুলুম-নির্যাতন এবং তার মাকে যখন বন্দী করে রাখা হয়েছিল তখন সন্তান হিসেবে তিনি সেটা সহ্য করতে পারেননি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, গত ১২ বছর যাবত জাতীয়বাদী শক্তিকে দমন-পীড়ন করে রাখা হয়েছে সেটা নজিরবিহীন।

একটি দানব সরকার যা করে তার সকল কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে এই সরকার।

মানুষ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে ভয় পাচ্ছে। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে।

তাই মানুষের নির্বিঘ্নে চলাচল করা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের আজকে যে লাড়াই সেই লড়াই অব্যাহত থাকবে। আমরা আজকে অঙ্গীকার করছি দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এ দেশের মানুষ আবার তাদের হারানো অধিকার ফিরে পাবে।

কাছাড়ে আরএটি-র অধীনে কোভিডের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে

শিলচর (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : করোনা অতিমারি সংক্রমণজনিত মামলার প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য কাছাড় জেলা প্রশাসন রেপিড অ্যান্টিজেন ভিত্তিক পরীক্ষা করে কোভিড-১৯ পরীক্ষার র্যা করেছে। কাছাড় জেলা প্রশাসনের অধীনে ১ লক্ষ মানুষের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে ক্যাম্প ও মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে ১৫টি ডেভেলপমেন্ট ব্লকে মোবাইল টিম মোতায়েন করে "ক্যাম্পেন মোড"-এ অ্যান্টিজেন ভিত্তিক টেস্টের বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।

এখন আরএটি-র অধীনে সর্বাধিক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সংক্রমিত ব্যক্তিদের কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলির অধীনে আইসোলেশনের প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। আরএটি-র অধীনে সাধারণ মানুষের সোয়াব নমুনাগুলি টেস্ট করার জন্য জনগণকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। তিনি জানান, যেহেতু অতিমারিটির প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য পরীক্ষা-ট্র্যাক-ট্রিটই মূল কৌশল, তাই সারস-কোভ-২-এর পরীক্ষা বৃদ্ধির একমাত্র প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করার উপায় এবং এর বিস্তার রোধের উপায়। প্রশাসন জেলার বিভিন্ন স্থানে সোয়াব টেস্টিং এবং সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করে মোবাইল মেডিক্যাল টিমগুলিকে পরিষেবায় নিয়োজনে জোর দিচ্ছে।

জেলাশাসক আরও জানান, সরকারি নির্দেশিকাগুলি যথাযথভাবে মেনে চললে প্রশাসন অ্যাসিম্পটোম্যাটিক করোনভাইরাস রোগীদের বাড়িতে আইসোলেশনের অনুমতি দেবে। এদিকে স্বাস্থ্য দফতর বলেছে, আরএটি-র অধীনে পজিটিভপ্রাপ্তদের প্রটোকল অনুযায়ী চিকিৎসা করা উচিত এবং আরটি-পিসিআর টেস্ট ব্যবহার করে পুনরায় নেগেটিভ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। আরটি-পিসিআর টেস্টের মতো, অ্যান্টিজেন-ভিত্তিক টেস্ট নাসো-ওরাল সোয়াব নমুনার প্রয়োজন হয় তবে বিশ্লেষণের জন্য উন্নত পরীক্ষাগারের প্রয়োজন হয় না। ফলাফলগুলি ১৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে হতে পারে। তা বৃহৎ সংখ্যক মানুষের পরীক্ষার জন্য আদর্শ করে তুলে এবং দুর্গম অঞ্চল যেখানে পরীক্ষাগার নেই সেখানে পরীক্ষার জন্য এটি আদর্শ হিসেবে তৈরি করে, জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল কুমার বেজবরুয়া বলেছেন, আরএটি-এর আওতায় জনগণের নিজেদের টেস্ট করতে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ প্রাথমিক পরীক্ষা করে ভাইরাসের সংক্রমণ এবং জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে। অ্যান্টিজেন হল একটি বহিরাগত অণু যা দেহে প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, বিশেষত অ্যান্টিবডিগুলির উৎপাদন এবং এর উপস্থিতি বর্তমান সংক্রমণ নির্ধারণ করে। এ জন্যই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর.) রিয়াল-টাইম-এর পাশাপাশি এটি নির্ণয়ের জন্য সুপারিশ করেছিল পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (আরটি-পিসিআর) পরীক্ষা।

এদিকে আরএটি-র অধীনে পরীক্ষাগুলি বাড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসন ২০টি বেসরকারি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারীকে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টেস্ট করার জন্য বলেছে। প্রশাসনের নির্দেশ পেয়ে তিনটি হাসপাতাল আরএটি পরীক্ষা শুরু করেছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র রাজীব ত্যাগী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি. স.) : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র রাজীব ত্যাগী। বুধবার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাজীবের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কংগ্রেসে।

টিভিতে তর্ক-বিতর্কের আসরে পরিচিত মুখ ছিলেন রাজীব ত্যাগী।

ছয়ের পাতায়

শিশু সুরক্ষা অধিকার-এর আসাম স্টেট কমিশনের সদস্য অজয় দত্তের শিলচর সফর বৃহস্পতিবার

শিলচর (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : অসম রাজ্য কমিশন ফর চাইল্ড রাইটস প্রটেকশন (এএসসিপিসিআর)-এর সদস্য অজয়কুমার দত্ত বৃহস্পতিবার শিলচর সফর করবেন। এদিন তিনি সোনাইয়ের কাজিডহর পরিদর্শন করবেন। যেখানে পাঁচ মাসের শিশুপুত্র ধ্রুব নাথকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে মেরেছিল। এ ঘটনায় পুলিশ অবশ্য অপরাধীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানানো হয়েছে, অজয় কুমার দত্ত কাজিডহর গ্রামে গিয়ে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করবেন। দক্ষিণ রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপ কুমার দে, পুলিশ সুপার বানোয়ারলাল মিনা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাঁর সঙ্গে থাকার কথা। এদিন এএসসিপিসিআর সদস্য অজয় দত্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক, সমাজকল্যাণ বিভাগের আধিকারিক এবং ডিসিপিও-র সঙ্গে শিলচরে সার্কিট হাউসে বৈঠকও করবেন। কাছাড়ের জেলা শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা মৃণাল কান্তি শইকিয়াকে এএসসিপিআর সদস্যের প্রটোকল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, জানানো হয়েছে সরকারি সূত্রে।

করোনা আবহের মাঝেই বেলুড় মঠে দুর্গাপূজোর প্রস্তুতি

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি স): আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো। মন্ডপ জুড়ে রাজ করবে মা দুর্গা। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। কিভাবে হবে পুজো সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ অনেকে। এরই মাঝে ঢাকে পড়ল কাঠি।বেলুড় মঠে শুরু হলো দুর্গাপূজার প্রস্তুতি।

বেলুড় মঠে হয়ে গেল মা দুর্গার কাঠামো পুজো। সব কিছু ঠিক থাকলে পরের সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে মা দূর্গার মূর্তি তৈরির কাজ । সূত্রের খবর, মঠের তরফে এখনই দুর্গা পূজা নিয়ে কোন নির্দেশিকা জারি করা না হলেও মঠ কর্তীপক্ষ আশায় আছেন প্রতিবছরের মতোই এই বছরও একই ভাবে পুজোর অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু করোনা আবহে বেশ কিছু নিয়ম মেনেই আসতে হবে ভক্তদের। যদিও আনলক ওয়ানে রাজ্য সরকার ছাড়পত্র দিয়েছিল ধর্মীয় স্থান খোলার। নির্দেশ অনুসারে একাধিক নিয়মের সাথে খুলেছিল বেলুড় মঠ। তবে , ক্রমাগত রাজ্যজুড়ে প্রকোপ বাড়ছে করোনার। আর তাই আনলক থ্রিতে বন্ধ করে দেওয়া হয় বেলুড় মঠের দরজা। বর্তমানে বেলুড়মঠে ভক্ত সমাগম বন্ধই রয়েছে।

করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন দুই বাম নেতা

কলকাতা, ১২আগস্ট (হি. স.): ধীরে ধীরে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন প্রবীণ দুই বাম নেতা। ইতিমধ্যেই আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। এদিকে সিটু সম্পাদক ওনার শারীরিক অবস্থা অনেকাংশেই স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসকরা। অনাদি বাবু এখন অক্সিজেন সাপোর্ট ছাড়াই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছেন বলে জানিয়েছেন তাকে সদ্য পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া ভাইরোলজিস্ট।

কিছুদিন আগে শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন মহম্মদ সেলিম। তখন থেকেই তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। তার চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই খানিক সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। মেডিকেল বোর্ডের সদস্য চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এখনো পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে তাকে।

এদিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সিটু সম্পাদক। ফুসফুসের সংক্রমণ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন অনাদি বাবু। তবে পেটে খানিক সংক্রমণ রয়েছে। ওয়ার্ডের মধ্যে বেশ অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটিও করেছেন। তবে এখনও দুর্বলতা রয়েছে।

বৃহস্পতি ও শুক্র দুদিন বন্ধ নবান্ন

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : ফের জীবাণুমুক্ত করা হবে নবান্ন। ফলে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে রাজ্যের প্রধান সচিবালয়। বুধবার বিকালে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এই স্যানিটাইজেশন করা হবে বলে জানিয়েছে।

গত ৩১ জুলাই নবান্নকে স্যানিটাইজেশন করা হয়। তার পরেও সোম ও মঙ্গলবার অর্থাৎ ৩ আগস্ট এবং ৪ আগস্ট নবান্নকে সম্পূর্ণ স্যানিটাইজ করা হয়। যার ফলে রাজ্য সরকারের প্রধান কার্যালয় নবান্ন বন্ধ থাকে। ৫আগস্ট আবার রাজ্যে ছিল সম্পূর্ণ লকডাউন। বুধবারও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল নবান্ন। নবান্নকে মোট ১৫ বার এই নিয়ে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। করোনা আতঙ্কে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব তথা স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কোয়ারেন্টাইনে চলে যেতে হয়েছিল। তারপরে প্রায় ১৫ জনের মতো আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফের বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সম্পূর্ণরূপে স্যানিটাইজেশন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মানে, নবান্ন খুলবে আগামী সোমবার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৬৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনায় কলম ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী, লিখলেন ফ্যাকাশে পৃথিবীর কথা

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : সব কিছুতেই কলম ধরেছেন তিনি। কখনও তাঁর কলম প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। আবার কখনও তাঁর কলম বলেছে মানবিকতার কথা। আর এবার মহামারীতেও থেমে রইল না তাঁর কলম। করোনা পরিস্থিতিতেও কবিতা লিখে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর লেখা কবিতার নাম 'ফ্যাকাশে'। এতে 'নিউ নর্মাল' পৃথিবীর কথা তুলে ধরেছেন তিনি। করোনা যুদ্ধে সামিল হয়ে পৃথিবী যে কতটা বদলে গিয়েছে তা ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখাবরনীতে ঢাকা মুখগুলিকে সূর্যগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে প্রতিষেধকের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া যে আর কোনও উপায় নেই তাও কবিতায় উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর লেখায়, "অপেক্ষাই অপেক্ষার অপেক্ষায়।"

প্রথম থেকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগে তিনি। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে তাই তো বারবার রাস্তায় নেমেছেন। করোনা বিধি মেনে চলা সকলের স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক কতটা প্রয়োজনীয়, শহরের নানা বাজারে ঘুরে ঘুরে সেকথা বুঝিয়েছেন তিনি। পরিষেবার কথা জানতে গিয়েছেন হাসপাতালে। আমজনতার সুবিধায় একাধিকবার নবান্ন থেকে করোনা পরিস্থিতিতে নানা পরিকল্পনার কথা বলেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে এবার কলম হাতে নিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর কবিতা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

এর আগে অযোধ্যার রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের পরও কলম ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কবিতার নাম ছিল 'না বলা'। রাজনৈতিক মহলের মতে, সরাসরি কোনওরকম মন্তব্য না করে প্রতিবাদের এক অন্য ভাষা বেছে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া সিএএ ইস্যুতেও কলমের মাধ্যমেই গর্জে উঠেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।নেটদুনিয়ায় লাইক, কমেন্টের বন্যা। ঝড়ের গতিতে একজন থেকে আরেকজনের টাইমলাইনে কিংবা মেসেঞ্জারে শেয়ারও হচ্ছে 'ফ্যাকাশে'।

বারবার লকডাউনের দিনবদলে ফের ক্ষুব্ধ বিজেপি, সিপিএম

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : গত জুলাই মাসের শেষদিকে মুখ্যমন্ত্রী যখন করোনা সংক্রমণ রুখতে সাপ্তাহিক লকডাউনের কথা বলেছিলেন, তখন যে নির্ঘন্ট প্রকাশ করেছিলেন সেই নির্ঘন্টের সঙ্গে আগামী ২৮ আগস্টের লকডাউন প্রত্যাহারের পর অর্থাৎ সর্বশেষ নির্ঘন্টের কোনও মিলই নেই। কেন বারংবার এই পরিবর্তন করা হচ্ছে, সেই প্রশ্নই তুলেছেন সকলে।

এভাবে ঘন ঘন পরিবর্তন করা হলে সাধারণের যে অসুবিধা হয়, তার কী হবে বলে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি-কংগ্রেস। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ২৮ আগস্ট যে লকডাউন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা একেবারেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ, ওই দিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস, সেই কারণেই অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত। সেই অভিযোগ এড়াতেই ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকার কথা তোলা হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, টানা ব্যাঙ্কই যদি কারণ হয়, তাহলে ২৭ কিংবা ৩১ তারিখের লকডাউন তো তোলাই যেত, তা না করে কেন সরকার ২৮ তারিখের লকডাউন তুলে নিল।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানান, এটা নিয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছিল, ২৮ তারিখ লকডাউন। এসবই মানুষকে বোকা বানাবার কৌশল। সেই ২৮ তারিখই লকডাউন তুলে নেওয়া হল। মানুষ বোকা নয়, এই সরকারকে উচিত সময়ে জবাব দেওয়া হবে। তবে নবান্নের পক্ষ থেকে স্পষ্টই জানানো হয়েছে, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই। এই ২৮ তারিখ লকডাউন না করার কারণ একেবারেই মানুষের অসুবিধা না হওয়ার জন্য। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই। নতুন তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে লকডাউন হবে ২০, ২১, ২৭ ও ৩১ আগস্ট।

তুলে নেওয়া হল ২৮ আগস্টের লকডাউন

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : ফের রাজ্যের সাপ্তাহিক লকডাউনের দিন বদল হল। বুধবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টানা ৫ দিন ব্যাঙ্কের লেনদেন না হলে সকলের অসুবিধা হবে, সে কথা ভেবে ২৮ শে অগস্টের লকডাউন তুলে নিল রাজ্য সরকার।

এতদিন আগস্ট মাসে সাত দিন লকডাউনের কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য, এদিনের পর তা কমে দাঁড়াল ৬ দিনে। ফলে ২৭ অগস্টের পর ফের লকডাউন হবে ৩১ অগস্ট। তা না হলে ২৭ অগস্ট থেকে ৩১ অগস্ট টানা ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যেত। তাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হত, সেকথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই জানিয়েছে নবান্ন।উল্লেখ্য, এই নিয়ে অগস্ট মাসের লকডাউন নিয়ে পাঁচবার বিভিন্ন পরিমার্জনা ও পরিবর্তন করা হয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্য, ছ'দিনের লকডাউন করতে যদি ছ'বার পরিমার্জনা করতে হয়,

অবস্থান-ধরনা

তিনের পাতার পর

সভাপতি রামেশ্বর চালিহা বলেন, এই ম্যানেজার বাগানটিকে টিকিয়ে রাখতে এবং শ্রমিকদের স্বার্থের খাতিরে বাগানে বিষাক্ত পোকার আক্রমণ থেকে চারা গাছকে বাঁচাতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কীটনাশক ঔষধ কঁচিপাতা তোলার প্যাকেট ছাড়াও আরও বেশকিছু আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী যোগানের দাবি জানিয়েছিলেন এটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে। এর পরই এই বদলির আদেশ বলে ধারণা করছেন তাঁরা। ম্যানেজার প্রদীপ গগৈয়ের বদলির আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবিতে এদিন শ্রমিকরা নানা স্লোগানে গোটা বাগান পরিক্রমা করে কাঁপিয়ে তুলেন।

পরে তাঁরা সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় আরও জানান, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে তাঁরা স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালকে অবগত করিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণেরও আশ্বাস দিয়েছেন। বাগান পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সহ শ্রমিক ও কর্মচারীদের কথায়, বর্তমান ম্যানেজারের বদলির আদেশ প্রত্যাহার না করা হলে তা গণতান্ত্রিক উপায়ে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে পিছ পা হবেন না তাঁরা।

এদিকে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ লঙ্গাই চা বাগানের ম্যানেজার প্রদীপ গগৈয়ের বদলির আদেশ সম্পর্কে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, বর্তমান ম্যানেজার একজন সত্যিকারের কাজের লোক। তাই তাঁর বদলির আদেশ আসতেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি এটিসি-র চেয়ারম্যান অমিয় বরার সাথে কথা বলে সমাধানের আর্জি জানিয়েছেন। বিধায়ক আরও জানান, শ্রামিক ও বাগানের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি প্রয়োজনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও কথা বলতে প্রস্তুত।

রাজীব ত্যাগী

পাচের পাতার পর

এদিন মর্মান্তিক এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও একটি টিভি চ্যানেলে দলের হয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। তার আগে নিজেই টুইটও করেছিলেন সেকথা। কিন্তু তার কিছু সময় পরেই আসে এই দুঃসংবাদ।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টুইট করে রাজীব ত্যাগীর মৃত্যুর কথা জানানোর পাশাপাশি তাঁর পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানানো হয়েছে। এছাড়া সমবেদনা জানিয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট-সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা। টুইটারে কংগ্রেসের তরফে বলা হয়েছে, "রাজীব ত্যাগীর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এক বিশ্বস্ত কংগ্রেস নেতা ছিলেন উনি। ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই"। কংগ্রেস মুখপাত্র জয়বীর শেরগিল বলেছেন, "রাজীব তাগীর প্রয়াণে খুব ভেঙে পড়েছি। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি আমার প্রিয় বন্ধু-সহকর্মীকে হারিয়ে। পরিবারের এক সদস্যকে হারালাম। এক বন্ধু, ভাল মানুষকে হারালাম"।

করোনা রোগীর পাশে দাঁড়াতে প্লাজমা দান দুই পুলিশকর্মীর

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প শহরবাসী। কিন্তু জনগণকে সচেতন করতে ক্রমাগত পথে নেমে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। এরই মাঝে করোনা কবলে পড়েছেন বহু পুলিশকর্মী। আর এবার করোনা রোগীর পাশে দাঁড়াতে প্লাজমা দান কলকাতা পুলিশের দুই পুলিশকর্মীর।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসক-সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একেবারে প্রথম সারিতে থেকে লড়াই করছে পুলিশ বিভাগ। গত কয়েকমাসে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে একের পর এক পুলিশকর্মীও আক্রান্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে কাজে তারা। করোনাকে ভয় না পেয়ে এবার সাধারণের পাশে এসে দাঁড়ালো কলকাতা পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্লাজমা দানের আবেদন দেখেই তৎপর হন কলকাতা পুলিশের দুই কর্মী। বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্লাসমা দান করেন ওই দুই পুলিশ কর্মী।

বাঘের হানায় সুন্দরবনে ফের মৃত্যু মৎস্যজীবীর

গোসাবা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : বাঘের হানায় ফের মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের পিরখালির জঙ্গলে। নিহতের নাম হরিপদ মন্ডল(৪৭)। তিন সঙ্গীর সাথে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার সম্মুখীন হন এই ব্যক্তি। গত শনিবার গোসাবা থানার বালি দক্ষিণ পাড়া থেকে মাছ ধরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন তিনি। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গত শনিবার বালি দ্বীপ থেকে প্রশান্ত মণ্ডল, প্রণব মণ্ডল ও অরবিন্দ মন্ডলের সাথে মাছ ধরতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন হরিপদ। এদিন সকালে সুন্দরবনের পিরখালি জঙ্গলের গাগরাখালির খালে যখন তাঁরা মাছ ধরছিলেন ঠিক তখন একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে এসে লাফিয়ে পড়ে। হরিপদর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায় বাঘটি। তাঁর সঙ্গীরা বাঘের সাথে লড়াই শুরু করে। বেশ কিছুক্ষন চলে বাঘে মানুষে টানাটানি। নৌকার দাঁর, লাঠি দিয়ে বাঘের উপর পাল্টা হামলা করেন হরিপদর সঙ্গীরা। রণে ভঙ্গ দিয়ে শেষ পর্যন্ত হরিপদকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় বাঘ বাবাজি। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন সঙ্গীরা। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

নিহতের স্ত্রী রিতা মণ্ডল বলেন, "লকডাউনের জেরে কোন কাজ ছিল না তাই জঙ্গলে গত একমাস ধরে মাছ কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছেন স্বামী। আজ দুর্ঘটনা ঘটে গেল।" অন্যদিকে নিহতের সঙ্গী প্রণব মণ্ডল বলেন, " এদিন সকালে আমরা জাল তুলছিলাম, ঠিক সেই সময় আচমকা বাঘটি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিপদর উপর, বাঘের সাথে লড়াই করে ওঁকে ছাড়িয়ে এনেছি। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।" এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের এফ ডি তাপস দাস বলেন, " একটা ঘটনার কথা শুনেছি, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অন্ডালে কুয়ো থেকে প্রৌঢ়ের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ১২ আগস্ট (হি. স.) : কুয়োর ভেতর প্রৌঢ়ের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডাল থানার সঁকরা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম কানাই লাল (৫৪)। তাঁর বাড়ি ওই এলাকায়। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কানাইবাবু অবিবাহিত ছিলেন। পরিবার বলে তাঁর কিছু ছিল না। গত দু''দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। এদিন সকালে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের একটি কুয়ো থেকে এলাকাবাসী পচা দুর্গন্ধ পায়। কুয়োতে খোঁজ করতেই এক ব্যাক্তি''র মৃতদেহ নজরে পড়ে। বাসিন্দারাই পুলিশে খবর দেয়। কুয়ো থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে শনাক্ত করা হয় কানাইবাবুকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুরসভার সেন্ট্রাল স্টোর থেকে চুরি ১৫লক্ষ টাকার সামগ্রী

কলকাতা, ১২আগস্ট (হি. স.) : কলকাতা পুরসভার সেন্ট্রাল স্টোর থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র। বুধবার এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করল কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অ্যান্ড অ্যালায়েড অ্যাসোসিয়েশন সংগঠন। এই কথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা সেন্ট্রাল স্টোরের ভারপ্রাপ্ত বিদায়ী মেয়র পারিষদ তারক সিং মেনে নিলেও তিনি জানান, 'দামী কিছু খোয়া যায় নি'। যদিও সংগঠনের তরফে পুর কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দিকেও আঙ্গুল তুলেছে এই সংগঠন। তাঁদের মতে, পুর কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে সামনে আনার পরিবর্তে বারবার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এদিন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়, মৌলালি সেন্ট্রাল স্টোর থেকে ৩ আগস্ট ১৯ টন মূল্যবান জিনিসপত্র গায়েব হয়েছে। বর্তমান বাজারে জিনিসপত্রগুলির মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মানস সিনহা জানান, যে জিনিসপত্রগুলি গায়েব হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত ভারী। কোনরকম যানবাহন ছাড়া সেগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে শহরের একটি জনবহুল এলাকা মৌলালী থেকে কিভাবে সমস্ত সিকিউরিটি নজর এড়িয়ে জিনিসপত্রগুলি গায়েব হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মানস সিনহা জানান, মৌলালি সেন্ট্রাল স্টোরে নিরাপত্তাকর্মীরা সবসময় থাকেন। সেক্ষেত্রে তাদের নজরে এড়িয়ে কীভাবে চুরি সম্ভব? পাশাপাশি ওই দিন যে সমস্ত নিরাপত্তাকর্মীরা সেন্ট্রাল স্টোরের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করার দাবি জানানো হয় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে। এমনকি যে নিরাপত্তারক্ষী সংস্থা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে কালো তালিকাভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে।

এই যাবতীয় অভিযোগ প্রসঙ্গে তারক সিং বলেন, 'আম্ফানের সময় সেন্ট্রাল স্টোর থেকে কিছু জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। কিন্তু তার বাজার মূল্য খুব বেশি নয়। অধিকাংশই পুরনো জিনিস। তবে সেন্ট্রাল স্টোরে ক্যামেরা এবং সিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও চুরি গেছে। সেই চুরির ঘটনা থানায় জানানো হয়েছে'। তবে চুরি যাওয়া সেই জিনিসগুলির মূল্য আছে ১৫ লক্ষ টাকা তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তারক বাবু। তাঁর কথায়, 'যেগুলি চুরি গিয়েছে তাদের বাজারমূল্য একদমই ন্যূনতম'।

একদিনে ভারতে ৭.৩৩ লক্ষেরও বেশি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় ফের চমক দিল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭.৩৩ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (মঙ্গলবার সারা দিনে) ৭,৩৩,৪৪৯ টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড। কোভিড-১৯ ভাইরাসকে পরাজিত করতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১১ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৬০,১৫,২৯৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১১ আগস্ট ৭,৩৩,৪৪৯ টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জেল হাজতে

● **প্রথম পাতার পর।।** করতে গিয়ে ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যৌন লালসায় লিপ্ত হয়। এক ছাত্রীকে ভালো নাম্বার পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বেশ কিছুদিন ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। অপর এক ছাত্রীকে একই কৌশলে ধর্ষণ করার মতলব করে ওই দুশ্চরিত্র শিক্ষক। মোবাইলফোনে ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেয় গৃহশিক্ষক অজিত দেব। ছাত্রীটি শিক্ষক এর মতলব বুঝতে পেরে মোবাইল ফোনে তার যাবতীয় কথোপকথন রেকর্ড করে রাখে।ইতিপূর্বে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য যে ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে ওই গৃহশিক্ষক পরবর্তী ওই ছাত্রী কেউ সেই উদাহরণ দিয়েছিল। ছাত্রীটি বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়।বিষয়টি নজরে আসতেই ধর্ষিতা ছাত্রীর বাবা বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে তার মেয়ের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য জানার চেষ্টা করেন। তখন ঐ ছাত্রীটি সমস্ত কুকীর্তি তার মায়ের কাছে খুলে বলে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে কই গৃহশিক্ষক নিজেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় পরিচয় দিয়ে চলেছে। সেই সুবাদেই ছাত্রীদেরকে বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। ধর্ষিতা ছাত্রীটির বাবা অবশেষে সমস্ত বিষয় জানার পর কল্যাণপুর থানায় নাবালিকা ধর্ষণের ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেন।সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পর কল্যাণপুর থানার পুলিশ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অজিতকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে জেলা আদালত তাকে আগামী কুড়ি আগস্ট পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কল্যাণপুর থানা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পিতৃ সময় গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে।

দুই যুবক

● **প্রথম পাতার পর।।** ওঠায় তার পরিবারদের সদস্যদের সন্দেহ হয়। তারাই পুলিশে খবর দেন।

পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে শুভমের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। তিনি একটি সুইসাইড নোট রেখে গেছে। তাতে তার মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ি করেনি তিনি। পুলিশ জানিয়েছে পারিবারিক কোন অশান্তি ছিল না। ফলে, তার আত্মহত্যার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে বলে খবর।

এদিকে বিশালগড় এর দক্ষিণ মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কইয়াঢ়েপার ৩০ কার্ড এলাকায় এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। ওই যুবকের নাম রাজু নম। জানা যায় এর আগে তার মা এবং বাবা মারা গিয়েছে একইভাবে। মা-বাবার মৃত্যুর পর পুত্রের ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে যুবক আত্মহত্যা করেছে। তবে এটি আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে জনমনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সরকার

● **প্রথম পাতার পর।।** কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে হাতি ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে পারে না। তাছাড়া দুই জেলায় বিভাজিত হয়ে যাওয়ায় তারা যৌনসঙ্গমও করতে পারছে না। ফলে, প্রজনন আগের অনুপাতে হচ্ছে না। তিনি বলেন, অতীতেও হাতির সংখ্যা কমেছে ও বেড়েছে। কিন্তু, এখন শুধুই কমছে।

ড় শর্মা বলেন, হাতির সংখ্যা কমে যাওয়ায় এখন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, একটি হাতির গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০ কেজি খাবারের প্রয়োজন। কিন্তু জঙ্গলের অংশ কমে যাওয়ায় এবং হাতির বিচরণ ভূমিতে লোকালয় গড়ে ওঠায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই হাতির খাবার যোগানের প্রশ্নে বনে বাগান তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন ফলের গাছ লাগানো হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, বাঁধ নির্মাণ করা হবে এবং মৌমাছি পালন ও প্রয়োজনীয় খাবারের বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ রাখার চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষ করে বাঁশ এবং কলা গাছ প্রচুর পরিমাণে জঙ্গলে লাগানো হচ্ছে। তাছাড়া হাতির প্রজননের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর আশা, কয়েক বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় বুনোহাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হবে।

জামিনে মুক্ত

● **প্রথম পাতার পর।।** পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে বলে জানা গেছে। উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এ-বিষয়ে বলেন, গতকাল সদ্ভাবনা মঞ্চের উপর হামলার ঘটনায় রাত থেকেই বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে সাফল্যও মিলেছে। তিনি বলেন, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এবং মঞ্চের অভিযোগে এখন পর্যন্ত ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার করা হয়েছে। আজই তাদের বিশেষ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, উত্তর ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফ্রাঞ্চিস ডারলং এখনও কাঞ্চনপুরেই অবস্থান করছেন। বাকি ১০ জনকে গ্রেফতারের অভিযান জারি রয়েছে।

এদিকে, সদ্ভাবনা মঞ্চের উপর হামলার অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ বলেন, এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সদ্ভাবনা মঞ্চের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। তারাই জাতি-জনজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে। গতকাল দশদায় বৈঠক চলাকালীন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের বাধা দিয়েছেন। তাতে বাকবিতণ্ডা হয়েছে এবং কয়েকজন আহত হন। কিন্তু ওই ঘটনার সাথে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের কেউ যুক্ত নন। মিথ্যা মামলায় তাদের ফাঁসানো হচ্ছে, দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের কয়েকজন সদস্যকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রচুর মানুষ কাঞ্চনপুর থানা এবং আদালত চত্বরে জড়ো হয়েছেন। তাদের সাথে অবিচার হলে আগামীকাল থেকে বাজার-হাট বন্ধ রাখা হবে, হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

আরও এক

● **প্রথম পাতার পর।।** ৯৬৫টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ৪১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আজ করোনা আক্রান্ত হয়ে ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর লিভারের সমস্যা ছিল বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এজিএমসিতেই ওই রোগীর মৃত্যু খবর মিলেছে।

এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে ৪ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ১৪জন, ধলাইতে ১ জন, খোয়াইতে ১১ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৩৭ জন, সিপাহীজলায় ১৭ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ২ জন এবং গোমতী জেলায় ৩১ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

তান্ডব

● **প্রথম পাতার পর।।** এরপর অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা বেশ কিছুক্ষনের চেষ্টায় ওই ষাড়টিকে মাঠের বাইরে বের করতে সক্ষম হন। আহত দুই পুলিশ কর্মী বর্তমানে বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কর্ণাটকে যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন দগ্ধ হয়ে মৃত্যু শিশু-সহ পাঁচজনের

বেঙ্গালুরু, ১২ আগস্ট (হি.স.): কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলায় যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন লেগে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশু-সহ পাঁচজনের। বুধবার ভোররাতে চিত্রদুর্গ জেলার হিরিয়ুরের কাছে, ৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন ধরে যায়। ভয়াবহ এই ঘটনায় দগ্ধ ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৭ জন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রিয়ালকে বাঁচাতে তাঁকে ডেকে আনছেন জিদান

স্বপ্নটার বয়স পাঁচ হয়ে গেল! রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে আলো ছড়ানোর আশায় ইউরোপের দারুণ সব একাডেমির ডাক ভুলে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছিলেন মার্টিন ওডেগার্ড। বয়স তখনো ১৫ তাঁর। এই বয়সেই রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক হয়ে গেল নরওয়েজিয়ানের। তাও আবার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বদলি হয়ে মাঠে নেমেছিলেন বার্নাব্যুতে।এমন স্বপ্নের মতো শুরুটা পরে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কৈশোর না পেরোতেই রিয়ালের জার্সির ওজন সামলাতে পারেননি ওডেগার্ড। রিয়ালের দ্বিতীয় দলেও খুব একটা যে আলো ছড়িয়েছেন তা নয়। জিনেদিন জিদান রিয়ালের কোচ হওয়ার পর তো ক্লাবই ছাড়তে হলো। ডাচ লিগে দু দফা ধারে খেলতে গিয়েছেন। সেখানে নাম কামিয়ে আবারও রিয়ালে ফেরার কথা হচ্ছিল গত মৌসুমে। কিন্তু চার বছর আগের পরিস্থিতিতে যে এক ফোটাও বদলাননি। এখনো মাঝমাঠে টনি ক্রুস-লুকা মদরিচ-কাসেমিরো ত্রয়ী। তাদের সঙ্গে ইস্কো, হামেস এখনো আছেন। এমনকি নতুন করে যোগ হয়েছেন তার পরে কাস্তিয়ায় যোগ দিয়ে মূল দলে জায়গা করে নেওয়া ফেদে ভালভার্দে।ওডেগার্ডকে তাই দুই মৌসুমের জন্য ধারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল রিয়াল সোসিয়েদাদে। এই দলবদল এবারের লা লিগার সেরা দলবদল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্লেমেকার হিসেবে মেসির পরেই এবার লা লিগায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছেন ওডেগার্ড। তবু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আগামী মৌসুমে তাঁকে রিয়ালেই দেখার কথা ছিল।

মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই সোসিয়েদাদকে আশ্বস্ত করেছিল রিয়াল। ওডেগার্ডকে হিসেবে রেখেই প্রাক—মৌসুম প্রস্তুতির কথা ভেবে রেখেছিল তারা।চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হারের পর মত বদলেছে রিয়াল। হারের ব্যবধানের চেয়েও হারের ধরনটা বেশি দৃষ্টিকটু ছিল। তাই জিদান নাকি তাগাদা দিয়েছেন ওডেগার্ডকে ফেরাতেই হবে। মাদ্রিদভিত্তিক সব সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গতকাল এ ব্যাপারে সোসিয়েদাদের সভাপতির সঙ্গে কথা বলেছেন রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। এক বছর আগেই ওডেগার্ডকে ফেরানোর ব্যাপারে সোসিয়েদাদকে রাজি করিয়েছে রিয়াল। দুই ক্লাবের মধ্যে সুসম্পর্ক ধরে রাখতে নাকি অন্য কোনো প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড়কে ধারে সোসিয়েদাদে পাঠানো হবে। ওডেগার্ডও নাকি প্রথমে সোসিয়েদাদে আরও এক বছর কাটাতে চাইলেও এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না।১৫ বছর বয়সে যে স্বপ্ন দেখে দেশ ছেড়েছিলেন, পাঁচ বছর পর সেটা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছেন ওডেগার্ড।

‘ইমরান পাকিস্তানের ক্রিকেট ধ্বংস করেছেন’

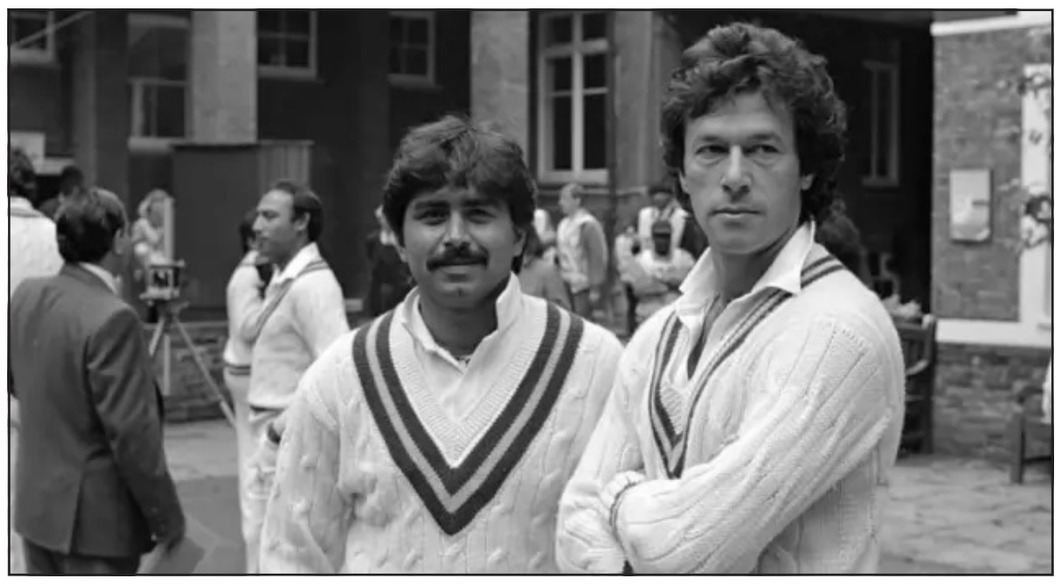

পাকিস্তানের প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র বিশ্বকাপ এসেছে তাঁর নেতৃত্বে। ইমরান খান পাকিস্তানের ক্রিকেটের কত বড় কিংবদন্তি, তা সম্ভবত কাউকে বলে দিতে হয় না। ক্রিকেট ছাড়ার পর রাজনীতিতে যোগ দেওয়া ইমরান এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও। পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান পৃষ্ঠপোষকও। সেই ইমরানের হাতেই নাকি পাকিস্তানের ক্রিকেট ধ্বংস হচ্ছে! এমনটাই বলছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ও ইমরানের সাবেক সতীর্থ জাভেদ মিয়াঁদাদ।

ইমরানের অপরাধ কী? মিয়াঁদাদের চোখে, পিসিবির বড় বড় দায়িত্বে অযথাই অযোগ্য বিদেশিদের নিয়ে আসছেন ইমরান। পিসিবি কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেদিকেও নাকি ইমরানের নজর নেই। তা ছাড়া পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে আগে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু দল আসত, সেই ‘ডিপার্টমেন্টাল ক্রিকেট’ বন্ধ করে ইমরান অনেক ক্রিকেটারকে বেকার করে দিয়েছেন বলেও মনে হচ্ছে মিয়াঁদাদের।

‘পিসিবির একজন কর্মকর্তারও ক্রিকেটের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও নেই। বোর্ডের এই করুণ দশা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে ইমরানের সঙ্গে কথা বলব। আমাদের দেশের জন্য সঠিক লোক নয়, এমন কাউকেই ছাড় দেব না’ইউটিউবে এক ভিডিওতে পরশু বলেছেন ৬৩ বছর বয়সী মিয়াঁদাদ।

এরপর ‘বড়ে মিয়া’র নজর পড়ল পিসিবির প্রধান নির্বাহী ওয়াসিম খানের দিকে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হলেও ওয়াসিমের জন্ম ইংল্যান্ডে, পেশাদার ক্রিকেটও খেলেছেন ইংল্যান্ডেই। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে প্রধান নির্বাহী করে নিয়ে আসে পিসিবি, তখন ইংল্যান্ড ছেড়ে পাকিস্তানে আসেন ওয়াসিম। কিন্তু এমন একজন ‘বিদেশি’কে ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী করে আনা মোটেই ভালো লাগেনি মিয়াঁদাদের, ‘আপনি বিদেশ থেকে একজনকে নিয়ে এলেন, সে যদি আমাদের থেকে কিছু চুরি করে নিয়ে পালায় তাকে কীভাবে ধরবেন? পাকিস্তানে সবাই কি মরে গেছে যে আপনাদের বাইরে থেকে কাউকে আনতে হলো? আমি চাই পাকিস্তানের মানুষ জেগে উঠুক।

পুরো দেশে যদি এর চেয়ে ভালো কেউ না থাকে তখন আপনি বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটি তেমন নয়।’বোর্ডের ব্যক্তিদের সমালোচনার পর মিয়াঁদাদের সমালোচনায় বোর্ডের একটি সিদ্ধান্তডিপার্টমেন্টাল ক্রিকেট বন্ধ করে দেওয়া। এতে অনেক ক্রিকেটার বেকার হয়ে পড়েছেন বলেই মনে হচ্ছে মিয়াঁদাদের, ‘যে ক্রিকেটাররা এখন খেলায় আসছে, ওদের ক্রিকেটে দারুণ ভবিষ্যৎ থাকা উচিত। আমি চাই না এদের কেউ ভবিষ্যতে ক্রিকেট ছেড়ে শ্রমিক বনে যাক। ডিপার্টমেন্ট ক্রিকেটকে বাইরে রেখে ওরা অনেক ক্রিকেটারকে বেকার করে দিয়েছে। নিজেরাও চাকরি দিতে পারছে না। এটা আগেও বলেছিলাম, কিন্তু তখন তারা বুঝতে পারেনি।’

এ সবকিছুতে ইমরান খানের সম্পর্ক কী? মিয়াঁদাদের চোখে, দেশের ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে চলছে, সেদিকে যতটুকু নজর দেওয়া দরকার, ইমরান তা দিচ্ছেন না। বেশ কড়া ভাষাতেই ‘বড়ে মিয়া’ বললেন, ‘আমি তোমার (ইমরানের) অধিনায়ক ছিলাম, এর উল্টোটা কখনো হয়নি। আমিই সেই মানুষ ছিলাম যে তোমার হয়ে তদবির করেছে। তুমি ভাবো তুমি ছাড়া আর কেউ ক্রিকেট বোঝে না। তোমার নিজেকে নিয়ে, নিজের চারপাশের মানুষকে নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত। পিসিবিতে কাদের রেখেছ, খুব দেরি হওয়ার আগে সেটাও আরেকবার ভাবা উচিত।’

ইংল্যান্ডে জৈব সুরক্ষা ভেঙে বিপাকে হাফিজ

রোনার এই সময় ক্রিকেট শুরু হওয়ার পর থেকে জৈব সুরক্ষা নিয়েই কত আলোচনা! হওয়ারই কথা। এই জৈব সুরক্ষা যে কথার কথা নয়, সেটির প্রমাণ এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন জফরা আর্চার, জো রুটের মতো তারকারা। এই জৈব সুরক্ষার নীতি ভঙ্গের কারণে শাস্তিও পেতে হয়েছে তাঁদের। এবার একই কাণ্ড করে আলোচনায় পাকিস্তানি ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজ। তাঁকে সঙ্গনিরোধ (আইসোলেশন) অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে।করোনার সঙ্গে হাফিজের নাম জড়িয়েছে পাকিস্তানের ইংল্যান্ড সফর শুরু হওয়ার আগেই। কী একটা নাটকই না হলো! পাকিস্তানে বসেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছিল হাফিজের। পরে হাফিজ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে করোনা পরীক্ষা করিয়ে পিসিবিকে বেশ বিব্রতকর অবস্থার মধ্যেই ফেলে দিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষায় তাঁর ‘নেগেটিভ’ ফল আসে। ব্যাপারটি নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি।পরে দুটি পরীক্ষায় নিজেকে করোনামুক্ত করেই ইংল্যান্ডে এসেছেন হাফিজ। যদিও পাকিস্তানের টেস্ট স্কোয়াডের সদস্য নন তিনি। এ মুহূর্তে ইংল্যান্ডে আছেন আসছে টি-টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখেই। সাউদাম্পটনের যে হোটেলটিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আছেন তার বাইরের একটি গলফ কোর্সে গিয়েই সর্বশেষ সমস্যাটা বাঁধিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। গলফ কোর্সে এক ৯০ বছর বয়সী বৃদ্ধার সঙ্গে ছবি তুলেছেন, সেটি আবার পোস্ট করেছেন নিজের টুইটারে। ব্যাপারটা নিয়ে এখন শুরু হয়েছে তোলপাড়। জৈব সুরক্ষার নীতি অনুযায়ী কোনো বহিরাগতের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না ক্রিকেটাররা। হাফিজ সেই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে, ছবি তুলে সেই নীতি ভঙ্গ করেছেন।

হোটেলের গলফ কোর্সে যাওয়ার অনুমতি ছিল ক্রিকেটারদের। কিন্তু তাঁদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল বাইরের কারও সঙ্গে দেখা না করতে, কথা না বলতে। হাফিজ কেবল ওই বৃদ্ধার সঙ্গে কথাই বলেননি, সেলফিও তুলেছেন। ব্যাপারটি চোখে এড়ায়নি ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের। তাঁরাই হাফিজকে সঙ্গনিরোধে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।এক বিবৃতিতে পিসিবি জানিয়েছেন, ‘ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল দল হাফিজকে নিজের ও সবার স্বার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্গনিরোধ অবস্থায় থাকার কথা বলেছে।’কিছুদিন আগে জফরা আর্চারও জৈব সুরক্ষা নীতি ভেঙেছিলেন। শাস্তি হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলতে পারেননি তিনি। পাঁচ দিন সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে।

স্টোকসের এক আচরণে আপ্লুত আর্চার

ব্যাপারটা জফরা আর্চারের জন্য আবেগেরই। বেন স্টোকসকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই আবেগটা তিনি গোপন রাখেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সময় স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করে তিনি সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড খারাপ সময়ে তাঁর পাশে স্টোকস দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহমর্মিতার হাত। আর্চার তো আবেগী হবেনই।ঘটনাটা তিনি খুলে বলেছেন ব্রিটিশ গণমাধ্যমে লেখা এক কলামে। সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে পরের টেস্ট দুটিতে স্টোকসকে ইংল্যান্ড পাচ্ছে না বলে। বাবার অসুস্থতার খবর শুনে ইংলিশ অলরাউন্ডার পাড়ি দিয়েছেন তাঁর জন্মভূমি নিউজিল্যান্ডে। এমন একজন ক্রিকেটারকে ইংল্যান্ড পাচ্ছে না, এটিকে ইংলিশ ক্রিকেট দলের জন্য বড় ধাক্কাই মনে করেন আর্চার।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের সময় কোয়ারেন্টিন জৈব সুরক্ষা ভেঙে আর্চার নিজের বাড়িতে ঢুঁ মেরেছিলেন। করোনার এই সময় ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের যে সুরক্ষা নীতি, আর্চারের এই কাণ্ড ছিল সেটির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তীব্র সমালোচনা তো হয়েছেই, শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে পড়েছিলেন। যেতে হয়েছিল পাঁচ দিনের নিভৃত বাসে। কারও সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। এমনকি সতীর্থদের সঙ্গেও নয়। পাশাপাশি চারিদিক থেকে চাঁচাছোলা সমালোচনা তো শুনতে হয়েছেই। মোট কথা সময়টা ঠিক আর্চারের পক্ষে ছিল না।সে সময় স্টোকস আর্চারের খোঁজ খবর নিয়েছেন নিয়মিতই। বাকিটা পড়ুন ক্যারিবীয় বংশোদ্ভূত এ ফাস্ট বোলারের কলাম থেকে নেওয়া কথায়ই, ‘প্রতিদিন স্টোকস অন্তত কয়েকবার আমার ঘরের সামনে

আইপিএলে করোনার হানা

১৯ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে শুরু হবে আইপিএল। বিদেশ বিভুঁইয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য সরকারের সবুজ সংকেতও পেয়ে গেছে বিসিসিআই। কিন্তু যে করোনার ভয়ে ভারতে আয়োজন না করে মরু দেশে শুরু হতে যাচ্ছে টুর্নামেন্ট, সেই করোনাই হানা দিয়েছে আইপিএলে। রাজস্থান রয়্যালসের ফিল্ডিং কোচ দিশান্ত ইয়াগনিক আক্রান্ত হয়েছেন করোনাভাইরাসে।সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান দিশান্তই তাঁর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি দিয়েছেন টুইটারে। লিখেছেন, ‘সবাইকে জানাচ্ছি, আমি করোনা পজিটিভ। গত ১০ দিনে যদি কেউ আমার সংস্পর্শে এসে থাকেন, দয়া করে পরীক্ষা করিয়ে নিন।’আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান রয়্যালসের পক্ষ থেকেও দলের ফিল্ডিং কোচের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। দলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বিসিসিআইয়ের নির্দেশনা মেনে দুইটি টেস্টের বাইরেও নিজেরা একটি বাড়তি টেস্ট করিয়েছি। যাতে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। গত ১০ দিনে দিশান্তের কাছাকাছি আসা সবাইকে করোনা পরীক্ষা করার অনুরোধও জানিয়েছি আমরা।’ তবে দলের বিবৃতিতে গত কিছুদিনে দিশান্তের সংস্পর্শে কোনো খেলোয়াড় আসেনি বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে, ‘আমরা নিশ্চিত যে, গত ১০ দিনে রাজস্থানের কোন খেলোয়াড় দিশান্তের সংস্পর্শে আসেনি।’ বিবৃতিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দিশান্তের দ্রুত সুস্থতাও কামনা করেছে রয়্যালস।করোনা ‘পজিটিভ’ হওয়ার পর এক হাসপাতালে আইসোলেশনে আছেন দিশান্ত। তবে ৫০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা সাবেক এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানের আশা, আইপিএল শুরুর আগেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ‘বিসিসিআইর স্বাস্থ্য বিধি মেনে এখন ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে আমাকে। করোনা পরীক্ষায় দুই বার নেগেটিভ হওয়ার পরই আমি আরব আমিরাতে রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দিতে পারব’টুইট করে জানিয়েছেন দিশান্ত।ঘরোয়া ক্রিকেটে রাজস্থানের প্রতিনিধিত্ব করা দিশান্ত ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন। ২০১৩ সালে দলটির হয়ে অংশ নিয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টিতেও।

পাকিস্তানের অধিনায়ককে দোষ দেওয়া ‘অবিচার’

ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচটা কীভাবে হেরে গেল পাকিস্তানএ নিয়ে আক্ষেপ পাকিস্তানজুড়েই। টেস্টের চার দিন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ছড়ি ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত ৩ উইকেটে হেরে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না পাকিস্তানের অনেক সাবেক ক্রিকেটার। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরামের ক্ষোভটা অধিনায়ক আজহার আলীর ওপরই। তিনি মনে করেন ম্যাচের শেষ দিকে আজহারের ভুলেই পাকিস্তানের কাছ থেকে ম্যাচের লাগামটা চলে গেছে। তিনি অধিনায়ক বদলের কথাও বলেছেন।তবে পাকিস্তান থেকে সমালোচনার তির ছুটে এলেও ইংল্যান্ড থেকে সহমর্মিতার ঢালই পাচ্ছেন আজহার। সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল আর্থারটন অবশ্য আজহারের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। তিনি মনে করেন এমন চমৎকার একটা ম্যাচের পর আজহারকে নিয়ে এসব কথাবার্তা বলা অবিচার।দুই ফাস্ট বোলার শাহীন শাহ আফ্রিদি আর নাসিম শাহকে বেশি ব্যবহার না করা, লেগ স্পিনার ইয়াসির শাহকে দেরি করে আক্রমণে আনা...ম্যাচের শেষ দিকে কিছু কৌশলগত ভুল আজহার করেছিলেন বলে মনে করেন ওয়াসিম আকরাম। পেসারদের সঠিক পরামর্শও নাকি দিতে পারেননি পাকিস্তানি অধিনায়ক। আকরামের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন বেশ কয়েকজন সাবেক তারকাই।কিন্তু আথারটনের মত আকরামের ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে। আজহারের প্রতি এই সমালোচনাকে তাঁর চোখে ‘অবিচার’ মনে হচ্ছে জানিয়ে আথারটন বললেন, ‘প্রথমত পাকিস্তান টেস্টের বেশির ভাগ সময় দুর্দান্ত খেলেছে। জয়ই ছিল প্রত্যাশিত। এ ধরনের একটা ম্যাচ যখন কোনো দল শেষ মুহূর্তে হেরে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই শেষের অংশটুকুর প্রতি সবার দৃষ্টি পড়ে। শেষটা কেন ভালো হলো না, সেটি নিয়ে কথাবার্তা হয়। এটা সহজ ব্যাপারই। কিন্তু গোটা টেস্টের দিকে তাকালে দেখা যায়, পাকিস্তান ওল্ড ট্রাফোর্ডে কতটা ভালো খেলেছে।’তিনি এই ম্যাচে পাকিস্তানের ভালো খেলার ব্যাপারটিতে সবার দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, ‘আমি যদি আজহারের প্রসঙ্গে কথা বলি তাহলে আমি ম্যাচে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স নিয়েই কথা বলতাম। পাকিস্তানেরও উচিত নেতিবাচক দিকগুলোর দিকে না তাকানো।’ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথম ইনিংসে ভালো লিড পেয়েও দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যর্থতাটা বড় হয়েই দেখা দিচ্ছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে।

জাগরণ 13 August, 2020, Thursday আগরতলা ১৩ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ২৯ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

গোয়েন্দা পুলিশকে ছুরিকাহত, ধৃত মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার লক্ষী নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীকে ছুরিকাহত করে আহত করার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্তের নাম শিহাব উদ্দিন। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য গত ১৮ জুন লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে নেশা সামগ্রী বিরোধী অভিযান চালাতে গেলে গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীর ওপর হামলা সংগঠিত করে নেশা কারবারিরা। ওই সময় নেশা কারবারি দের ব্যবহৃত একটি গাড়ির সহ তিন জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল ব্রাউন সুগার। ওই তিনজন বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে।গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীকে যে নেশা কারবারি ছুরিকাহত করে পালিয়ে গিয়েছিল তার সন্ধানে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত ছিল।উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা পুলিশ সুপার ভানু চক্রবর্তী জানিয়েছেন সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত কে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। তিনি আরো জানান রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মীরা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং পুলিশের তৎপরতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নেশা কারবারিরা নতুন নতুন কৌশলে তাদের নেশা কারবার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। লক ডাউন চলাকালে তাদের নেশা পাচার বাণিজ্য বন্ধ করেনি।এসব নেশা কারবারিদর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যজুড়ে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে আর প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।এই নেশা বিরোধী অভিযানে রাজ্যের শান্তিকামী সর্বস্তরের জনগণকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

অমরপুরে এন্টিজেন টেস্টের বিরোধীতায় অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে যখন এন্টিজেন টেস্টের প্রয়াস হয়েছে ঠিক সেই সময়ে বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জনজাতি অংশের মানুষ এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন এন্টিজেন টেস্ট এর বিরোধিতা করে চলেছেন। গোমতী জেলার অমরপুরের শংকর পল্লী এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনরা বুধবার এন্টিজেন টেস্ট এর বিরোধিতা করে অবরোধ করেন। অবরোধকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় নেতা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় আন্দোলনকারীরা। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা তারা ওই এলাকার পথ অবরোধ করে রাখে। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনের অভিযোগ এলাকায় কাজ ও খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। খাদ্যাভাবে

বুধবার আগরতলায় জন্মাষ্ঠমি পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

আগরতলায় বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরায় প্রশাসনের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকার বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ গুলিতে সদর মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। অভিযান চালিয়ে একাধিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এজি অফিস সংলগ্ন একটি মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়ে সদর মহকুমা শাসক দলের সদস্যরা লক্ষ্য করেন যে জায়গায় মিষ্টি তৈরি করা হচ্ছে সেই জায়গাটি অত্যন্ত নোংরা।এখানে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরীর জন্য যে তেল ব্যবহার করা হচ্ছে তা খুবই পুরনো এবং নোংরা।মিষ্টি দোকানের পরিবেশ পরক করে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান অবসানকারী দলের কর্মকর্তারা।দোকানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। রাজধানীর বটতলা বাজারের একাধিক রেস্টুরেন্টে তারা অভিযান চালান। অফিসার চালানোর সময় রেস্টুরেন্টগুলোর পরিবেশ পরক করে তারা বিস্মিত হন। সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা জানান রেস্টুরেন্ট গুলিতে যেসব খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে তা খুবই নিম্নমানের।যেসব প্লেটে করে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে সেগুলি খুবই নোংরা। রেস্টুরেন্টের রান্না করার জায়গাটি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। শুধু তাই নয় বেআইনিভাবে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে সেখানে রান্নার কাজ চালানো হচ্ছে।এসব বেআইনি কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করে প্রচন ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিযানকারী দলের সদস্যরা। রেস্টুরেন্ট গুলি থেকে খাবারের নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ফুড সেফটি কমিশনারের সদস্যরাও সামিল ছিলেন।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকার বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্ট রেস্তোরা সহ অন্যান্য খাবারের দোকান গুলির পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জনগণের তরফ থেকে নানা অভিযোগ ওঠে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্ট রেস্তরা মিষ্টির দোকানগুলোতে অভিযানশুরু হয়েছে।খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখাসহ বিভিন্ন আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে যাতে রেস্টুরেন্ট হোটেল-রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকান গুলো চালানো হয় সেদিকে নজর রেখেই প্রশাসনের নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা জানিয়েছেন।

বিতর্কিত পোস্টকে ঘিরে উত্তাল বেঙ্গালুরু মৃত্যু দু''জনের, গ্রেফতার ১১০ জন

বেঙ্গালুরু, ১২ আগস্ট (হি.স.): সোশ্যাল মিডিয়ায় ''অবমাননাকর'' মন্তব্য পোস্টকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বেঙ্গালুরু শহর। মঙ্গলবার রাতে বেঙ্গালুরুতে হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের।এছাড়াও কমপক্ষে ৬০ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। হিংসাত্মক ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১১০ জনকে। ভাঙচুর চালানো হয় বেঙ্গালুরুর ডি জে হাল্লি পুলিশ স্টেশনে। হিংসাত্মক ঘটনার জেরে সমগ্র বেঙ্গালুরু শহরে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। এছাড়াও ডি জে হাল্লি পুলিশ স্টেশন এবং কে জি হাল্লি থানা এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে হামলা চালানো হয় কংগ্রেস বিধায়ক অখণ্ড শ্রীনিবাসমূর্তির বাসভবনেও। বেঙ্গালুরুর জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ সন্দীপ পাটিল জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে ঘিরে বেঙ্গালুরুতে হিংসার ঘটনায় মোট ১১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার কমল পন্ত জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় অবমাননাকর বিষয় পোস্ট করার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত নবীনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। কর্ণাটকের কংগ্রেস বিধায়ক অখণ্ড শ্রীনিবাস মূর্তির এক আত্মীয়র করা পোস্টকে ঘিরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় বলে জানা যাচ্ছে। ফেসবুকে একটি ''বিতর্কিত'' পোস্ট করেন শ্রীনিবাস মূর্তির ভাগ্নে। তারপরই, পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার রাতে মূর্তির বাসভবনের সামনে জড়ো হয়ে হামলা চালায় একদল বিক্ষোভকারী। বাড়ি লক্ষ্য করে পাথরবৃষ্টিও হয়। ২-৩টি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর, ডি জে হাল্লি থানায় গিয়ে ভাঙচুর চালায় হামলাকারীরা।পরিস্থিতি সামল দিতে গিয়ে উত্তেজিত জনতার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে বেঁধে যায় পুলিশের। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। পুলিশের ফায়ারিংয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। আরও কয়েকজন আহত হন। অন্যদিকে বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে আহত হন পুলিশের প্রায় ৬০ জন কর্মীও।

ত্রিপুরা ওয়েব মিডিয়া ফোরামের নতুন পরিচালন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ত্রিপুরা ওয়েব মিডিয়া ফোরামের নতুন পরিচালন কমিটি গঠিত হয়েছে। দুই বছরের জন্য ওই কমিটির মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছে। নতুন কমিটিতে সভাপতি মনোনীত হয়েছেন সৌয়দ সাজাদ আলি। সহসভাপতি হয়েছেন বাপি রায়। এছাড়া, সাধারণ সম্পাদক অভিষেক দে এবং কোষাধক্ষ্য মনোনীত হয়েছে হীরক গুপ্তা। ওই কমিটিতে পাচ জন সদস্য রয়েছেন। এদিনের সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রেস ক্লাবে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এবছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠান করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রেস ক্লাবের সদস্য / সদস্য সহ রাজ্যের সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুর্গাবাড়িতে জন্মাষ্টমী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলার দুর্গা বাড়িতে জন্মাষ্টমী তিথিতে পূজার্চনা মধ্য দিয়ে দুর্গা মায়ের কাঠাম খিলি পুজো করা হয়।অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও জন্মাষ্টমী তিথিতে মায়ের কাঁঠাল খিলির মধ্য দিয়ে প্রতিমা তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজআমল থেকে দুর্গা বাড়িতে ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন দুর্গাপুজো নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকলেও ঐতিহ্যবাহী দুর্গা বাড়িতে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ সরকারি খরচে দুর্গা বাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপূজায় থাকে। করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতেও দুর্গা বাড়িতে যে যথাযোগ্য মর্যাদায় দুর্গাপূজা হবে তা কাঠাম খিলির মধ্য দিয়েই আভাস মিলেছে।

আক্রান্ত ছাড়াল ২৩ লক্ষ, ভারতে করোনায় মৃত্যু ৪৬,০৯১ জনের : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা রোজই বাড়ছে! স্বস্তি দিয়ে বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, একইসঙ্গে অস্বস্তি বাড়িয়ে রোজই বেড়ে চলেছে মৃত্যু-মিছিল। বাড়তে বাড়তে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ লক্ষের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬০,৯৬৩ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৬,০৯১ জন এবং সংক্রমিত ২৩,২৯,৬৩৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৬,৩৯,৬০০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৪৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৪৬,০৯১ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ২,২০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ১৫৫ জন, বিহারে ৪১৩ জনের, চন্ডীগড়ে ২৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১০৪ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,১৩৯ জনের, গোয়া ৮৬ জন, গুজরাটে ২,৬৯৫ জনের, হরিয়ানায় ৫০০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৮ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৯০ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৯২ জনের, কর্ণাটকে ৩,৩৯৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১২০ জন, লাদাখে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,০৩৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১৮,৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১২ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওড়িশায় ২৯৬ জনের, পুদুচেরিতে ৯১ জন, পঞ্জাবে ৬৩৬ জন, রাজস্থানে ৮১১ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৫,১৫৯ জন, তেলেঙ্গানায় ৬৫৪ জন, ত্রিপুরায় ৪৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৩৬ জন, উত্তর প্রদেশে ২,১৭৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,১৪৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৯৮ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭০.৩৮ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৭.৬৪ শতাংশ মানুষ। কোভিড-১৯ ভাইরাসকে পরাজিত করতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১১ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২, ৬০,১৫,২৯৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১১ আগস্ট ৭,৩৩,৪৪৯ টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

লকডাউনে কর্মহীনতা, জনজাতি রমনির আয়ের উৎস দেশী মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। লক ডাউনে কর্মহীন জনজাতি এক মহিলা দেশী মদ বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে। ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়নপুর এডিসি ভিলেজের মগ পাড়া। জানা যায় এই পাড়ার বাসিন্দা নতুন প্রিয়া ত্রিপুরা বর্তমানে লক ডাউনের এই কঠিন মহূর্তে বাচাঁর তাগিদে দেশি মদ বিক্রি করে জীবন যাবন করতে হচ্ছে। নতুন প্রিয়া ত্রিপুরা জানান তাদের সাত জনের পরিবার। বিপিএল পরিবার হওয়া সত্বেও তাদের ভাগ্যে জুটে নি সরকারী একটি ঘর। ভাঙ্গা একটি ছন বাশেঁর ঘরে দিন যাপন করতে হচ্ছে। এতে আবার বৃষ্টি হলে ঘরে জল পড়ে। তিনি জানান লক ডাউনের সময়েও কোন ধরনের সাহায্য জুটে নি। মোট কথা সরকারী সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে

জনজাতি এই পরিবারটি বঞ্চিত হয়ে আছেন। নতুন প্রিয়া দেবী আরো জানান ওনার স্বামী গ্রাম্য বাজারে অল্প সল্প বাজা পাপর বিক্রি করে। এতে করে তাদের সংসার চলে না।

এমনকি ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ চালানো এক প্রকার কষ্টসাধ্য। এর মধ্যে আবার লক ডাউন। এই কঠিন মহূর্তে ছেলে মেয়েদের মুখে খাবার তুলে দিতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি দেশী মদ তৈরি করছেন। এতে করেও লাভের মুখ দেখতে পারছেন না। প্রতিদিন দুই তিন কেজি চাল দিয়ে দুই তিন বোতল মদ তৈরি করা হয়। এক বোতল মদ পঞ্চাশ টাকা ধরে বিক্রি হয়। কিন্তু এক বোতল নগদ বিক্রি হলে আর এক বোতল বাকীতে বিক্রি করতে হয় বলে তিনি জানান। এতে করেও ওনার পক্ষে সংসার চালানো কষ্ট হচ্ছে। তিনি জানান এরপরও বাধ্য হয়ে পেটের জন্য বিক্রি করতে হচ্ছে।

নাবালিকার বিয়ে আটকালো চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। নাবালিকা বিয়ে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ সত্ত্বেও খোদ আগরতলা শহর শহরের ধলেশ্বর এলাকায় ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বুধবার বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত ছিল। এরই মধ্যে খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা বাড়িতে হানা দিয়ে নাবালিকার বিয়ে ভেস্তে দিয়েছেন।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে চাইল্ড লাইনের কাছে খবর আসে ধলেশ্বরের একটি বাড়িতে ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত।সেই খবরের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে হানা দেন। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও ওই নাবালিকাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। নাবালিকার পরিবারের লোকজন রা চাইল্ড লাইনের কর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।মহিলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। নাবালিকাটিকে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা উদ্ধার করে হোমে পাঠিয়েছেন।এদিকে নাবালিকার পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছে চাইলদেন এর কর্মীরা। পুলিশ এ ব্যাপারে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের আগে কোন মেয়েকে বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ।আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করেই খোদ রাজধানী আগরতলা শহরের ধরে নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকেও দাবি জানানো হয়েছে।

জাতীয় সড়কে মদ বোঝাই গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপরে একটি বিলেতি মদ বোঝাই গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে গাড়ির চালক আহত হয়েছে। আহত গাড়ি চালকের নাম হেমন্ত দাস।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা অকুস্থলে ছুটে গিয়ে আহত গাড়ি চালককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আহত গাড়িচালক তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিলিতি মশাই গাড়িটি আগরতলা থেকে কাঞ্চন বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের কল্যাণপুর এলাকায় পৌঁছলে বাক নেওয়ার সময় গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি।তখন গাড়িটি উল্টে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।চালকের দ্রুতগামী তা এবং অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।

করোনা ঃ মহাযজ্ঞের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রামভদ্র পাড়ায় বুধবার মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক দূরত্ব মেনে ধর্মপ্রাণ অসংখ্য মানুষ এই মহাযজ্ঞে অংশ নেন। মহাযজ্ঞ থেকে বিশ্ব শান্তি কামনা করা হয়। বর্তমান করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে ধর্মপ্রাণ মানুষ রক্ষা পাওয়ার জন্য এক ধরনের ধর্মীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শামিল হন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ গোটা বিশ্বজুড়ে যেভাবে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে চলেছে তা থেকে রক্ষা পেতে হল ঈশ্বর ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাই সবচেয়ে বড় উপায় বলে তারা মনে করেন।জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের জনগণকে নিজ নিজ ধর্ম মতে প্রার্থনা করার জন্য অনুষ্ঠান থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বীরগঞ্জে দুর্ঘটনায় আহত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। বীরগঞ্জ থানা এলাকায় থাল ছড়ায় একটি যাত্রীবাহী ম্যাক্স গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে ৭ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। গুরতর ওই বৃদ্ধা মহিলার নাম গীতা রানী দাস। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার একটি ম্যাক্স গাড়ি যাত্রী নিয়ে যতনবারি থেকে অমরপুরের দিকে আসছিল।থালছড়ায় টিএসআর পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের প্রধান কার্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় এসে পৌঁছলে বাক নেওয়ার সময় গাড়ি চালক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। তখন ওই গাড়িটি উলটে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। তাতে গাড়িতে থাকা মহিলাসহ ৭ জন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলি

এসএফআই'র ৮৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের কামান চৌমুহনী এলাকায় সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন এর ৮৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বিভিন্ন কাজে ছাত্র ফেডারেশন এর ভূমিকা স্মরণীয় সংগঠনটি ছাত্র স্বার্থ সুরক্ষা সহ সমাজের সকল অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে বলেও তারা উল্লেখ করেন। এই সংগঠন দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। আগামী দিনেও তাদের সেবামূলক কাজ কর্ম এবং ছাত্র-ছাত্রী স্বার্থে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস। তাই চলছে কুচকাওজের মহড়া। ছবি- নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।